এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একটা কালরাত্রির অবসান হয়ে গেছে: শমীক
সই জাল-কাণ্ডে অস্বস্তি বাড়ছে তৃণমূল কংগ্রেসের ৩

কলকাতা ৩ জুন ২০২৬ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩৫০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.06.2026, Vol.19, Issue No. 350, 8 Pages, Price 3.00

আজ থেকেই অন্নপূর্ণার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনী ইস্তেহারেই বাংলার মা-বোনেদের জন্য 'মাতৃশক্তি ভরসা' প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিল বিজেপি। সরকারে আসাতেই ঘোষণা হয়েছিল পয়লা জুন থেকে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের প্রক্রিয়া চালু করার কথা। গত বুধবার অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার। এক সপ্তাহ হওয়ার আগেই টাকা দেওয়ার কাজ শুরু। আজ থেকেই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা ঢুকবে। তারকেশ্বরে দাঁড়িয়ে ফের জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'কাল থেকেই অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা দেওয়া শুরু হবে। যাঁরা ফর্ম পূরণ করেছেনম, তাঁরা টাকা পাবেন। আমরা যা বলি, ভেবেচিন্তেই বলি। কোনও ঘুষপেটিয়াকে টাকা দেওয়া হবে না।' তারকেশ্বরে দাঁড়িয়ে ফের একবার অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বাংলার মা-বোনেদের আশ্বস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের প্রস্তুতির মধ্যেই রাজ্যের নতুন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প 'অন্নপূর্ণা যোজনা'-র আনুষ্ঠানিক সূচনা হতে চলেছে আজ। আজ দুপুর সাড়ে ১২টায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পটির উদ্বোধন করবেন। একই সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত ব্লক, পুরসভা এবং কলকাতা পুরনিগম এলাকায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনী কর্মসূচি। এই মর্মে রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের তরফে সমস্ত জেলাশাসক ও কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষকে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।

মঙ্গলবার তারকেশ্বর মন্দিরে দর্শন ও পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

দপ্তরের জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি ব্লক ও পুরসভার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। গোটা কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য জেলাশাসকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সরকারি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, উদ্বোধনের পরই প্রতিটি ব্লক ও পুরসভা এলাকায় নির্বাচিত ১০০ জন অন্নপূর্ণা যোজনা উপভোক্তার হাতে অনুমোদনপত্র বা স্যাংশন লেটার তুলে দেওয়া হবে। কলকাতা পুরনিগম এলাকাতেও একইভাবে ১০০ জন উপভোক্তাকে এই অনুমোদনপত্র প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট মহকুমাশাসক, বিডিও এবং পুর কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে উপভোক্তাদের তালিকা চূড়ান্ত করা হবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিজেপি সরকার তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অন্নপূর্ণা যোজনা চালুর প্রস্তুতি শুরু করে। ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে আবেদনপত্র জমা নেওয়া এবং উপভোক্তাদের তথ্য যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। সরকার সূত্রে খবর, প্রকৃত উপভোক্তাদের চিহ্নিত করতেই একাধিক স্তরে নথি যাচাই করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি জানিয়েছিলেন, প্রথম পর্যায়ে অনুমোদিত উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ স্থানান্তর শুরু হবে। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছিলেন, পূর্ববর্তী বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে অনিয়ম ও ভুয়ো উপভোক্তার অভিযোগ সামনে আসায় এবার শুরু থেকেই কড়া যাচাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। নবান্নের নির্দেশে জেলাস্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আধিকারিকদের প্রস্তুতি বৈঠক চলছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নতুন সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক প্রকল্প হিসেবে অন্নপূর্ণা যোজনার সূচনাকে বড় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবেই তুলে ধরতে চাইছে রাজ্য সরকার।

এদিন তারকেশ্বর থেকে ফিরেই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন শুভেন্দু অধিকারী। ঝটিকা সফরে মঙ্গলবার দিল্লি যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সল্টলেকে বিজেপির দপ্তরে জনতার দরবার কর্মসূচি শেষ করে হুগলির তারকেশ্বরে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে ফিরেই তিনি দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লিতে যান বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসুও।

সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হয়েছে। শপথ নিয়েছেন আরও ৩৫ জন মন্ত্রী। তার পরের দিনই দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঝটিকা সফর তাৎপর্যপূর্ণ। নবান্ন সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের জরুরি তলবেই তাঁর এই ঝটিকা সফর। বিকেলে দিল্লিতে গিয়ে জরুরি কর্মসূচি সেরে রাতেই আবার কলকাতায় ফিরে আসেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলায় ভরাডুবি, খড়কুটো 'ইন্ডিয়া'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর প্রথম বড় শক্তিপ্রদর্শনে ধর্মতলার রাজপথে নামলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট-পরবর্তী হিংসা, তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপর হামলা, দলীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আক্রমণ এবং হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে মঙ্গলবার কলকাতার ধর্মতলার ওয়াই-চ্যানেলে দিনভর ধর্নায় বসলেন তিনি। একই সঙ্গে বিজেপি-বিরোধী সর্বভারতীয় আন্দোলনেরও ইঙ্গিত দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। ওয়াই চ্যানেলে ধর্নামঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, 'আমি কারও সুদিনে না-হোক, দুর্দিনে আছি।' তাঁর কথায়, 'বিজেপি বাদে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক আছে। তবে বিজেপির যাঁরা বলেছেন, তাঁদের পাশেও ছিলাম।' ভোটের পর থেকে তাঁকে আটকানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন মমতা। এ-ও বলেন, 'জিয়েঙ্গে তো বিজেপি কো হাটাকে যায়েঙ্গে।' অর্থাৎ, 'বেঁচে থাকলে বিজেপিকে সরাবই'। মমতার অভিযোগ, দিল্লি থেকে বিজেপি সরকার কলকাঠি নেড়ে তৃণমূলকে ফেলে দেওয়ার 'চক্রান্ত' হচ্ছে। তবে সেই চেষ্টা 'বানচাল' করে দেওয়ার বার্তা দিলেন মমতা। তাঁর কথায়, 'বেআইনি ভাবে আমাদের বিধায়ক, কাউন্সিলর, দলীয় প্রার্থীদের ভয় দেখানো হচ্ছে।' ধর্নামঞ্চ থেকে মমতা বলেন, 'খুব শীঘ্রই সমস্ত বিজেপি-বিরোধী দল দিল্লিতে বৈঠকে বসবে। কয়েকদিন অপেক্ষা করুন, আমরা দেশজুড়ে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করব।' আগামী সপ্তাহে 'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠকের প্রেক্ষাপটেই তাঁর এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

নির্বাচন পরবর্তী হিংসা ও বুলডোজার উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে ধর্নায় বসেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

'ফলতার মতো'

■ **ধর্মতলায় মমতার কর্মসূচি দেখে তারকেশ্বর থেকে খোঁচা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দল হিসাবে তৃণমূলের অবস্থার সঙ্গে তুলনা টানলেন সদ্যসমাপ্ত ফলতা পুনর্নির্বাচনে তৃণমূলের ফলাফলের সঙ্গে। তারকেশ্বর থেকে মমতার কর্মসূচি নিয়ে তাঁর খোঁচা, 'একজন ছবি পাঠিয়েছিল... এত দুরবস্থা আমি জানতাম না! একঝুড়ি লোক... দেড়শোটা লোকও আসেনি। সাংবাদিকরাই ছিলেন দু'শো জন মতো।**

তৃণমূলের আগুনে তাপসের ঘৃতাহুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে মঙ্গলবার রাজনৈতিক জল্পনার আগুনে ঘি ঢাললেন বিজেপি বিধায়ক তাপস রায়। তাঁর দাবি, তৃণমূলের অন্তত ৫০ জন বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে বিধানসভার স্পিকারের কাছে পৌঁছে যান দল থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনও সরকারি নথি প্রকাশ্যে আসেনি, তবু তাপস রায়ের মন্তব্য ঘিরে শাসকদলের অন্দরে ভাঙনের জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে।

মঙ্গলবার বিধানসভায় যাওয়ার পথে তাপস রায় বলেন, নির্বাচনের ফল ঘোষণার এক মাসের মধ্যেই তৃণমূলের ভিতরে অসন্তোষ ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে এসেছে। তাঁর আরও অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক কর্মীদের বদলে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই দলের অভ্যন্তরে ক্ষোভ জমেছিল। সেই ক্ষোভই এখন প্রকাশ্যে বিস্ফোরিত হচ্ছে বলে দাবি তাঁর।

তৃণমূলের সম্ভাব্য ভাঙন প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক আরও কড়া মন্তব্য করে তাপস রায় বলেন, দল ভাঙলে তাঁর দুঃখ পাওয়ার কোনও কারণ নেই। বরং বর্তমান পরিস্থিতি অনিবার্য বলেই মনে করছেন তিনি।

একই সঙ্গে তিনি ইঙ্গিত দেন, পরিষদীয় দলের ভিতরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কদের অবস্থান তৃণমূলের ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমীকরণ নির্ধারণ করতে পারে।

রাজনৈতিক মহলের নজর এখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই। গত কয়েক দিন ধরে তৃণমূলের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ, ভুয়ো স্বাক্ষর বিতর্ক এবং একাধিক নেতার প্রকাশ্য অবস্থান বদলের ঘটনাকে ঘিরে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তাপস রায়ের দাবি সেই জল্পনাকেই আরও উস্কে দিল।

তবে স্পিকারের কাছে আদৌ কোনও চিঠি জমা পড়েছে কি না, কিংবা ৫০ বিধায়কের সমর্থনের দাবি কতটা বাস্তব, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য সামনে আসেনি। ফলে রাজনৈতিক মহল এখন অপেক্ষা করছে ঋতব্রতর আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপের দিকেই।

পুরসভায় গৃহদাহ, পদত্যাগ তারকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দল এবং মেয়রের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে পদ ছাড়লেন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (নিকাশি) তারক সিং। বিধানসভা ভোটে দলের হারের পর থেকে বহু তৃণমূলের কাউন্সিলর পদত্যাগ করা শুরু করেছেন। সেই তালিকায় এ বার নাম জুড়ল তারক সিংয়েরও।

রাজ্যে ক্ষমতা হাতছাড়া হলেও পুরসভাগুলি এখনও তৃণমূলের দখলে। কিন্তু সেখানেও ভাঙন ধরতে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই কলকাতার পুরসভার অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র তথা কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী এবং বরো চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দেন সুশান্ত ঘোষ এবং দেবলীনা বিশ্বাস। এ বার সেই পথেই হাঁটলেন মেয়র পারিষদ তারক সিংও। মঙ্গলবার পুরসভায় গিয়ে ইস্তফাপত্র জমা দিয়ে আসেন তিনি।

মেয়রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়ার পাশাপাশি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারক। সর্বোচ্চ নেতৃত্বের বদল চাই বলেও দাবি করেছেন তিনি। তারকের কথায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেককে সঠিক ভাবে শাসন করেননি। অভিভাবক হিসেবে তিনি ব্যর্থ। সঠিক ভাবে শাসন করলে আজকে এক জনের চুরির দায় গোটা দলকে বইতে হত না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও চোর স্লোগান শুনতে হচ্ছে। তিনি চোর নন। কিন্তু ভাইপোকে শাসন করেননি, ভাইপোকে বাড়তে দিয়েছেন। সেই ভাইপোর বিরুদ্ধেই চুরি দুর্নীতির অভিযোগ। সেই সব কিছুর দায় দলের সবাইকে নিতে হচ্ছে।'

ক্ষোভ উগরে দিয়ে তারক বলেন, 'আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে ১১ বছর কাজ করেছি। কলকাতায় যে জল জমে, আমরা অনেক কমিয়েছি। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, এটা প্রমাণ করে দেব কলকাতায় কোনও দিন জল জমবে না। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলের পর দেখলাম দলের লোকেদের পুরসভায় আসা-যাওয়া কমে গিয়েছে।' তাঁর দাবি, মেয়রকে বর্ষা নিয়ে বৈঠকের কথা বলা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছিলেন যে, কমিশনারের সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু সে সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি। কমিশনারের তরফ থেকেও কিছু জানানো হয়নি বলে অভিযোগ তারকের।

তারকের কথায়, 'পুরসভায় শুধু আসা-যাওয়াই করতাম। আউটপুট কিছুই দিতে পারিনি। এটা আমার আত্মসম্মানে লেগেছে।'

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারের
নতুন পদক্ষেপ
আপনার সরকার আপনার পাশে
Apnar Sorkar Apnar Pashe
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

হেল্পলাইন:
82820 82820
আপনার সরকারি পরিষেবা পেতে সমস্যা হলে সমাধানের জন্য ফোন করুন।
সোম থেকে শনিবার
সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চালু থাকছে
অভিযোগ ই-মেল করতে পারেন:
asap@wb.gov.in

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ICA-D788 (10)/2026

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার নেপথ্যে হামাস!

চাঞ্চল্যকর দাবি এনআইএ চার্জশিটে

নয়াদিল্লি, ২ জুন: বৈসারণ উপত্যকার ওই হত্যাকাণ্ডে এবার হামাস যোগ দাবি করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ! গাজার সশস্ত্র গোষ্ঠী পর্যটক হত্যায় যুক্ত জঙ্গিদের সাহায্য করেছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, এনআইএ-র চার্জশিটে হামাস-যোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্ত যত এগিয়েছে, এই হামলায় বেশ কয়েকটি যোগসূত্র তদন্তকারীদের হাতে এসেছে। তবে এ বার তারা চার্জশিটে হামাসের কথা উল্লেখ করেছে। তদন্তকারীদের সন্দেহ পহেলগাঁওয়ে হামলায় হামাসের একটা প্রচ্ছন্ন মদত থাকলেও থাকতে পারে। ফলে গোয়েন্দাদের আতশকাচের তলায় এ বার গাজার সশস্ত্র গোষ্ঠী। প্রসঙ্গত, পহেলগাঁওয়ে হামলার পর পর পাকিস্তানের মাটিতে হামাসের কয়েক জন শীর্ষ নেতাকে দেখা গিয়েছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়। সম্প্রতি হামাসের শীর্ষ নেতা নাজি জাহিরকেও লস্করের এক অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছিল বলে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে।

আগেই জানা গিয়েছিল, পহেলগাঁওয়ের হামলায় জড়িত পাক জঙ্গি সংগঠন লস্কর এবং দ্য রেজিসট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা মনে করছেন, লস্কর, টিআরএফ-এর সঙ্গে ভূস্বর্গে পর্যটক হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রে হামাসও যুক্ত থাকতে পারে। জঙ্গিদের হামলার ধরনের সঙ্গে হামাসের মিল রয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ এপ্রিল স্থানীয় এক বাসিন্দা-সহ ২৬ জনের নিহত হওয়ার ঘটনার পরেই ইজরায়েল দাবি করেছিল, এই হামলার সঙ্গে হামাসের মিল রয়েছে।

আগেই পহেলগাঁও হামলার মূল পরিকল্পনাকারীর পাক যোগ মিলেছে। অভিযোগ, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই তাকে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে জীবনযাপন করতে সাহায্য করে। ওই ব্যক্তির নাম সাজিদ জাট, ওরফে সাইফুল্লা সাজিদ এবং হাবিবুল্লা তাবাসসুম। সম্প্রতি করাচির এক ব্যাঙ্কের নামও উঠে এসেছে। হত্যাকাণ্ডের পর জঙ্গিনিধন অভিযান 'অপারেশন মহাদেব'-এর সময়ে দু'টি মোবাইল উদ্ধার হয়েছিল। তার মধ্যে একটি মোবাইল কেনা হয়েছিল করাচির ওই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে। এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে জঙ্গি সংগঠন লস্কর লেনদেন চালায় বলে অভিযোগ। যদিও হামাস যোগের বিষয়টি চাঞ্চল্যকর, বলা বাহুল্য।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক চুঁচুড়া শাখা **শ্রীমতী তনুশ্রী ঠাকুরকে** বাড়ি নির্মাণের জন্য একটি ঋণ মঞ্জুর করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে, যিনি **শ্রী তপন বিশ্বাসের** কাছ থেকে উক্ত নির্মাণের জন্য জমিটি ক্রয় করেছেন। **শ্রী তপন বিশ্বাস** ২০২৫ সালের ০৯৫১৬ নং বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে **শ্রীমতী সবিতা মল্লিকের** কাছ থেকে জমিটি ক্রয় করেছিলেন। **২০০৪ সালের ০২৯২২ নং মূল টাইটেল ডিডটি শ্রীমতী সবিতা মল্লিকের** কাছে থাকাকালীন, সেটি তার হেফাজত থেকে হারিয়ে/খোয়া যায়। যদি কেউ সেটি খুঁজে পেয়ে থাকেন এবং উক্ত দলিলের দ্বারা কারও কোনও অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ থেকে থাকে, তবে তিনি/তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

তাপস কুমার মণ্ডল (অ্যাডভোকেট)
জাজেস কোর্ট হুগলী

আমি রতন কুমার মণ্ডল পিতা মৃত রমেশ চন্দ্র মন্ডল সাং কানাইনগর ভালুকা থানা নবদ্বীপ ও দেবব্রত দাস পিতা মৃত জিতেন্দ্র দাস সাং বিষ্ণুপুর থানা কোতোয়ালী, জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ২৫ নং পানশিলা মৌজার এল.আর. ৮০/২ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ১২৮৭ নং দাগের ০.৮৬ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১৬/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩২৬১ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং কোলের ডাঙ্গা লেন ও হরে কৃষ্ণ অধিকারী লেন, থানা নবদ্বীপ জেলা- নদীয়া নিবাসী রাধারানী কুন্ডু স্বামী কৃষ্ণদাস কুন্ডু ও চম্পা পাল স্বামী উৎপল পাল -এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-১৭/১০/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর. নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১৬২২ নং দলিল দ্বারা সাং কানাইনগর ভালুকা থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া নিবাসী সন্ধ্যা বিশ্বাস স্বামী মধুমঙ্গল বিশ্বাস -কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমি যতীন দেবনাথ পিতা-মৃত যোগেশ দেবনাথ। সাং চর মাজদিয়া চর ব্রহ্মনগর থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ১৮ নং মাজদিয়া মৌজার এল.আর. -২৯২৭ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ৩২০/১১০১ নং দাগের ০.০০৮২ এঃ এল.আর. ২৯৩১ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ৩২০/১১০১ নং দাগের ০.০০৮৩ এঃ জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২৬/১০/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১৩ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং মাজদিয়া খেজুরবাগান চরব্রহ্মনগর, থানা নবদ্বীপ জেলা- নদীয়া নিবাসী স্বপন কুমার ঘোষ পিতা- মৃত বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ ও আল্পনা ঘোষ স্বামী স্বপন কুমার ঘোষ- এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-০৯/১১/২০২১ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ৩০৩৩ নং দলিল দ্বারা সাং- মাজদিয়া চর ব্রহ্ম নগর নিবাসী মৌসুমী বালা স্বামী মিঠুন ভৌমিক- কে বিক্রয় করি। আগামীদিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

Change of Name

I, **AFREEN FEROJ** D/o **ZAMID ALI**, residing at Debalpur, Chand Beg Bari, Ward No.- 05, P.O. : Kharagpur, P.S.- Kharagpur (T), Dist. - Paschim Medinipur, Pin- 721301, W.B., shall henceforth be known as **AFREEN FEROJ** D/o **ZAHID ALI** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate, (1st class) at Kharagpur, vide Affidavit No. 6862, dated 02/06/2026. **AFREEN FEROJ** D/o **ZAMID ALI** and **AFREEN FEROJ** D/o **ZAHID ALI** both are same and identical person.

AFFIDAVIT

I, **SK SUNDAR ALI** S/O SK FAZEL ALI residing at Bagmari, Budge Budge, South 24 Parganas- 700137 do hereby declare vide affidavit no. 71 dated 01.06.2026 before the Learned Executive Magistrate (1st Class), at Kolkata that my correct and legal name is SK SUNDAR ALI and it is recorded in my relevant documents however in the Electoral roll of the year 2002, bearing EPIC No. WB/17/117/009397, my name was erroneously recorded as SUNDAR SK at serial number 128 of the said voter list. My father's correct name is SK FAZEL ALI and the same is recorded in land related documents. However his name has been erroneously recorded as SK FAIZAL ALI in the Electoral roll of the year 2002, bearing EPIC No. WB/17/117/009397 and his name has been erroneously recorded as FAZLUL HAQUE SK in his Ration Card.
SK SUNDAR ALI and SUNDAR SK i.e. myself is the same and one identical person. SK FAZEL ALI, SK FAIZAL ALI and FAZLUL HAQUE SK i.e. my father is the same and one identical person.

I, Tapas Kumar De allies Tapas Kr De S/O Dulal Chandra De, residing at Vill-Anarbati PO - Antpur PS-Jangipara Dist- Hooghly West Bengal Pin- 712424, have changed my name and shall hereafter be known as Tapas Kumar Dey as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Serampore court, Hooghly West Bengal, vide affidavit no 10998 Dated 14/05/2026. Tapas Kumar De allies Tapas Kr De and Tapas Kumar Dey is the same and one identical person. It is certified that I have compiled with other legal requirements in this connection.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 31/12/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 13891 নং এফিডেভিট বলে আমি Tapas Kumar Banerjee S/o. Sukhendra Nath Banerjee ও Tapas Banerjee S/o. S. N. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/06/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 144 নং এফিডেভিট বলে আমি Rama Mazumder W/o. Pradip Majumder (old name), R/o. Near Bonomasjid, 133 Bandel Station Road, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rama Majumder W/o. Pradip Kumar Mazumder নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Rama Majumder W/o. Pradip Kumar Mazumder & Rama Mazumder W/o. Pradip Majumder, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি, রমা চক্রবর্তী গত ইংরাজীর ১৭/০৪/২০০৯ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া বিবাহের পর নাম পরিবর্তন করিয়া মারুফা বেগম স্বামী ওবায়দুল হক নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর ২০/০৫/২০০৯ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ৭৯৯ নং এফিডেভিট বলে মারুফা বেগম স্বামী ওবায়দুল হক ও রমা চক্রবর্তী, সাকিম জামপুর, দাদপুর, পুইনান, হুগলী, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 12833 নং এফিডেভিট বলে আমি Madhumita Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Nirmal Mondal ও N. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 02/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 12997 নং এফিডেভিট বলে আমি Raj Singh S/o. Rajesh Singh, R/o. Laxmipur Khatal, Mollapota, Keota, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Raj Singh S/o. Shri Rajesh Singh, Raj Roy S/o. Rajesh Roy & Raj Roy S/o. Rajesh Rai সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যে নামগুলি আমার বিভিন্ন নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 02/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 45 নং এফিডেভিট বলে আমি Kamal Kumar Sarkar S/o. Mrityunjoy Sarkar ও Kamal Sarkar S/o. M Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 13037 নং এফিডেভিট বলে আমি Rahaman Hasibur (old name), S/o. Saokat Ali, R/o. Magura, Pandua, Hooghly-712149, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Hasibur Rahaman (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sekh Hasibur Rahaman & Rahaman Hasibur S/o. Saokat Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণ কে অবগত করান হচ্ছে যে জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা খড়দহ, মৌজা ঘোলা, জে এল নং ১৪ তে অবস্থিত এল.আর. ১৬৮৪ নং খতিয়ানে নথিভুক্ত আর.এস. ১৭৫৩ / এল.আর. দাগ নং-২৫৮৯ নং দাগে ২.৪২৮৬ শতক, আর.এস. ১৭৫৫ / এল.আর. ২৫৯১ নং দাগে ২.৯৩০০ শতক, এবং এল.আর. ৮৪২ নং খতিয়ানে নথিভুক্ত আর.এস ১৭৫৬/ এল.আর. ২৫৯২ নং দাগে ১.৫৭০০ শতক জমি অ্যাকোয়ারিয়াস ডেভেলপার এল.এল.পি., ঠিকানা – ৫, গোরকি টেরেস, ডাকঘর – সার্কাস অ্যাভিনিউ, থানা- শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭ উত্তর ২৪ পরগনার ডি.এস.আর.-৩ অফিসে নিবন্ধিত ২০২৪ সালের ১ নং বহির ১৫২৫-২০২৪ নং ভল্যুমের ৬৯১৪৯ হইতে ৬৯১৮৬ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ১৫২৫০২৯২১ নং দলিলের মাধ্যমে জেরান বিবি ওরফে জেরাম বিবি, স্বামী – ফজের আলি, ঠিকানা – হুমাইপুর রোড, আব্দুলপাড়া, ডাকঘর ও থানা – মধ্যমগ্রাম, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৫৫-এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত দলিল উত্তর ২৪ পরগনার ডি.এস.আর.-১ অফিসে নিবন্ধিত ২০১৭ সালের ৪ নং বহির ১৫০১-২০১৭ নং ভল্যুমের ১৪৮৫ হইতে ১৪৯৭ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ৯১ নং আমোক্তারনামা বলে নিযুক্ত শেখ আজাতুল্লা, পিতা – মৃত সফি মণ্ডল, ঠিকানা – গ্রাম ফতুল্লাপুর, কাজী নজরুল ইসলাম সরণি, ডাকঘর ও থানা – বারাসত, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৪৯ জেরান বিবি ওরফে জেরাম বিবির আমোক্তা হিসেবে সহি সম্পাদন করিয়াছেন।
উপরোক্ত সম্পত্তির উপর যদি কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার কোনো প্রকার আপত্তি, দাবি বা স্বত্ব থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে তাহা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও., ব্যারাকপুর- ২, উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে। অন্যথায় পরবর্তীকালে কোনো দাবি বা আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client intents to purchase the several lands described in the below schedule. Anybody having any claim, demand right title or interest in respect of the Schedule mentioned property or any part thereof share partition, sale mortgage, charge lease, len, lidense, tenancy, gift, charge, trust, earement, attachment possession or encumbrance or otherwise however or of any nature whatsoever is hereby required to make the same in writing to undersigned within seven days from the date of publication of this notice of this notice along with documentary proof thereof, failing which it will be presumed that there is no such claim and shall be deemed to have been given up or waived.

SCHEDULED

1. The piece of land and percel lying and situated at District Hooghly, P.S - Dadpur, Mouza - Talchinan Sanihati, J.L - 66, LR Khatian No-4780. LR Dag No-3489, Area of Land 0.27 decimal Shali Land. **2.** Mouza- Talchinan Sanihati, JL 66, LR Khatian No-579, 288. LR Dag No-3485, Area Of land 12.5 decimal Shali Land. **3.** Mouza- Beta JL No-79, LR Khatian No-1818, LR Dag No-17, Area of Land 0.28 decimal shali. land. **4. a)** Mouza- Beta JL No - 79, LR Khatian No-1656, LR Dag No-396, Area Of Land 0.23 decimal Shali Land. **b)** Mouza- Beta JL NO - 79, LR Khatian No - 1656, LR Dag No-329, Area of Land 0.28 decimal Shali Land. **c)** Mouza- Beta JL No - 79, LR Khatian No - 1656, LR Dag No-401, Area of Land 0.22 decimal Shali Land. **5.a)** Mouza - Gunpala JL No-65, LR Khatian No-425, LR Dag No-392, Area of Land 9.5 decimal Shali Land. **b)** Mouza - Gunpala JL No-65, LR Khatian No - 425, LR Dag No-369, Area of Land 0.12 decimal Shali Land.

Golok Chandra Ghosh (Advocate)
Judges' Court, Hooghly

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে জেলাঃ- হাওড়া, থানাঃ- উলুবেড়িয়া, চৌকি ও এ.ডি.এস.আর. উলুবেড়িয়া পৌরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীনে ১০৭ নং জে.এল. ভুক্ত কোটালঘাটা মৌজায় আর. এস. ১৯০ নং, খতিয়ান লিখিত এল. আর. ৬৭ নং খতিয়ানে লিখিত আর.এস. ৮৩২ নং দাগ হইতে আগত এল. আর. ৮২১ নং দাগে ১১২ শতক শালি সম্পত্তির মধ্যে ৪.৯৫ শতক শালি সম্পত্তি, ১) আনহুরা বেগম,স্বামী সেখ আলি আকবর, ২) সেখ মহম্মদ আরিফ, পিতা মৃত সামসুর রহমান, ৩) সেখ আমানুল, পিতা মৃত আইউব আলি, ৪) হোসেনারা বেগম, স্বামীঃ– মৃত সেখ সামসুর রহমান, এর নিকট হইতে শ্রী অভিজিত সাধুখাঁ, পিতাঃ-অমর কুমার সাধুখাঁর দ্বারা আমমোক্তার দ্বারা, উলুবেড়িয়া, A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ইং ০২/০৫/২০১৬ তারিখে ০০০৮০/২০১৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ও উলুবেড়িয়া, A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ইং ০৩/০৩/২০১৬ তারিখে ০০০৬৬/২০১৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা গত ইং ০৩/০২/২০২৬ তারিখে উলুবেড়িয়া, A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০০৭৫৭/২০২৬ নং দলিল দ্বারা সেখ হোসেন মোস্তাফি, পিতাঃ—সেখ মাবুদ আলি, ৪.৯৫ শতক শালি সম্পত্তি ও গত ইং ০৩/০২/২০২৬ তারিখে উলুবেড়িয়া, A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০০৭৫৬/২০২৬ নং দলিল দ্বারা সেখ মেহেরউন্নিসা বেগম, স্বামীঃ- সেখ আয়ুব আলি, ১.৬৬ শতক শালি সম্পত্তি, ক্রেতাদ্বয় ক্রয় করিয়াছে যাহা উলুবেড়িয়া ১ নং বি. এল.এন্ড.এল.আর.ও অফিসে রেকড হইবে এই বিষয় কাহার ও কোন আপত্তি থাকলে উলুবেড়িয়া ১ নং বি. এল.এন্ড.এল.আর.ও অফিসে বিজ্ঞপ্তির এক মাসের মধ্যে জানাইবেন নতুবা কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

ইতি- Tapan Kumar Das
আইনজীবি, উলুবেড়িয়া কোর্ট

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শান্তি দেবী চৌধুরী** পিতা ৺পাঁচু চৌধুরী, **২)সন্ধ্যা রায়, ৩)শকুন্তলা চৌধুরী,** ২ ও ৩নং এর পিতা ৺লক্ষ্মীচরন চৌধুরী, ১-৩নং এর সাকিম কাশ্বাড়া, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, **৪)তাপস চৌধুরী,** পিতা ৺নারায়ন চৌধুরী, সাকিম বেনীপুর, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, **৫)শম্পা চৌধুরী,** পিতা ৺নারায়ন চৌধুরী, সাকিম ৮১/৫ সি. এস. মুখার্জ্জী স্ট্রীট, কোন্নগর, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩৫, **৬)রাজকাপুর পার্শী চৌধুরী,** পিতা ৺সুরোজ পার্শী চৌধুরী, **৭)বিনোদ পার্শি,** পিতা রাজকাপুর পার্শি, ৬ ও ৭নং এর সাকিম ৭৪/৪১ পানপাড়া মেন রোড ব্যারাকপুর, তালপুকুর, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা- ৭০০১২৩, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৯/০৮/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10272/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(সেখ জিয়ারুল্ল আলি,** পিতা সেখ সবুর আলি, সাকিম পাঁচপোতা, কাশ্বাড়া, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিক্রয় করিতেছি। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা কাশ্বাড়া, হাল ৬২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮৭৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৩৬৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৬ শতকের মধ্যে ০.৪৭২২ অংশে ১৭ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ান্তে ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তনের জন্য বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সেখ জিয়ারুল্ল আলি, আমমোক্তার**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটিপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩ রা জুন । ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ, বুধ বার । তৃতীয়া তিথী । জন্মে ধনু রাশি । অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী শুক্রে র মহাদশা কাল । মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার তিরোধান দিবস ও পূজা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আগামী দিনে তৃণমূল দলটাই উঠে যাবে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার লোকভবনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে নতুন রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন নোয়াপাড়ার জনপ্রিয় বিধায়ক অর্জুন সিং। ওইদিন রাত থেকেই জননেতাকে শুভেচ্ছা জানাতে ভিড় করছেন তাঁর অনুগামীরা। মঙ্গলবার সকালেও মজদুর ভবনে অনুগামীদের ভিড় ছিল। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নতুন সরকারের পূর্ণমন্ত্রী অর্জুন সিং দাবি করেন, আগামী দিনে তৃণমূল দলটাই উঠে যাবে।

যখন একটা রাজনৈতিক দল সরকারি দলে পরিণত হয়। তখন সেই দলটা আর রাজনৈতিক দল থাকে না।

তিনি আরও দাবি করেন, দরজা খুলে দিলে তৃণমূলে কেউ থাকবে না। তবে মমতা ব্যানার্জি ও অভিষেক ব্যানার্জি এঁদের কাউকেই নেওয়া হবে না। অভিষেক ব্যানার্জি তো ৩২১ টা খুনের আসামী। তাঁর হুঁশিয়ারি, আইনের শাসনে অভিষেক ব্যানার্জিও ছাড় পাবে না। মন্ত্রী বলেন, তাঁকে যা দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই দ্বায়িত্ব তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। নোয়াপাড়ার বিধায়কের কথায়, বুথ দখল কিংবা ভোট লুঠ করে তাঁরা জেতেননি। মানুষের আশীর্বাদে তাঁরা জিতেছেন। তাই মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। তবে রুগ্ন জুটশিল্পকে চাঙ্গা করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

পেনশনভোগীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটাতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিশ্রুতি মতো রাজ্য সরকারি কর্মচারী, পেনশনভোগী এবং ফ্যামিলি পেনশনভোগীদের প্রাপ্য বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে।

অর্থ দপ্তরের অধীন ট্রেজারি ব্যবস্থার তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে,১ অগস্ট ২০০৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯-এর মধ্যে যাঁরা রাজ্য সরকারি পেনশন বা ফ্যামিলি পেনশন পেতেন কিন্তু বর্তমানে মৃত্যুর কারণে পেনশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাঁদের মনোনীত ব্যক্তি বা বৈধ উত্তরাধিকারীরা ওই সময়ের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ দ্রুত সংশ্লিষ্ট ট্রেজারি অফিসে যোগাযোগ করার আবেদন জানানো হয়েছে।

অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, বহু পেনশনভোগী ও ফ্যামিলি পেনশনভোগীর পেনশন শুধুমাত্র লাইফ সার্টিফিকেট জমা না দেওয়ার কারণে বন্ধ রয়েছে। তাঁদের অবিলম্বে নিজ নিজ ট্রেজারিতে জীবন প্রমাণপত্র জমা দিতে অথবা অনলাইনে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট (ডিএলসি) আপলোড করতে বলা হয়েছে। এছাড়া যাঁরা আগে পশ্চিমবঙ্গের ট্রেজারি থেকে পেনশন নিতেন কিন্তু বর্তমানে কলকাতার বাইরে, অন্য রাজ্যে বা বিদেশে বসবাস করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁদের বৈধ উত্তরাধিকারী বা নিকট আত্মীয়রা ট্রেজারি কিংবা সরকারি হেল্পলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করে বকেয়া ডিএ বা পেনশন সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ই-সার্ভিস বুক সংক্রান্ত কাজও দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ ধরনের সমস্যার সমাধানে একটি হেল্পলাইন চালু করেছে রাজ্যের অর্থ দপ্তর। পেনশন, লাইফ সার্টিফিকেট বা বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত কোনও সমস্যার ক্ষেত্রে পেনশনভোগীরা সরকারি হেল্পলাইন নম্বর ০৩৩-২২৫৩৫৪১৭-এ যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিতে পারবেন।

এক্স ৩০০ এফই উন্মোচন ভিভোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজেদের কমপ্যাক্ট স্মার্টফোনগুলোর সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভিভো ইন্ডিয়া মঙ্গলবার তাদের লাইফস্টাইলকেন্দ্রিক ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন, ভিভো এক্স ৩০০ এফই বাজারে উন্মোচন করেছে। নতুন প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে এটি ডিজাইন করা হয়েছে। এতে রয়েছে ফ্ল্যাগশিপ-স্তরের পারফরম্যান্স, পেশাদার-মানের জিস ইমেজিং প্রযুক্তি এবং ১৬.০৪ সেমি (৬.৩১ ইঞ্চি) ফ্ল্যাট স্ক্রিন ডিসপ্লে-সহ একটি ছিমছাম ব্যবহারের উপযোগী ডিজাইন। এতে আছে ৬৫০০ এমএএইচ ব্যাটারি, ৫০ মেগাপিক্সেলের টেলিফোটো ক্যামেরা। তিনটি রঙের পাওয়া যাবে।

ডোমজুড়ে আটক ৬ বাংলাদেশি, দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার ডোমজুড় এলাকায় রাজ্যের নতুন প্রশাসনিক অবস্থানের প্রতিফলন দেখা গেল। মঙ্গলবার ডোমজুড়ের দুটি এলাকা থেকে ছয় জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে তাঁদের দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করল হাওড়া সিটি পুলিশ।

সিটি পুলিশ সূত্রে জানান হয়েছে, বাঁকড়ার মুন্সিডাঙা ও রাজীবপল্লি এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে পাঁচ পুরুষ ও এক মহিলাকে আটক করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে তাঁদের কাছে বাংলাদেশে বসবাসের প্রমাণপত্র মিলেছে। তবে তাদের কাছে ভারতীয় ভোটার পরিচয়পত্র, আধার বা অন্য কোনও বৈধ নথি পাওয়া যায়নি। পুলিশি জেরায় ধৃতেরা জানিয়েছেন, প্রায় দু'বছর আগে সীমান্তের দালালচক্রের মাধ্যমে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন তাঁরা। সেই তথ্য যাচাইয়ের পাশাপাশি তাঁদের পরিচয় নিশ্চিত করার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। আটক ব্যক্তিদের আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করেছে পুলিশ।

স্থানীয় প্রশাসনিক সূত্রের খবর, আপাতত তাঁদের জগৎবল্লভপুরের একটি হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে বাংলাদেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্তকরণ ও প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত যে নির্দেশিকা জারি করেছে, জেলা প্রশাসন সেই নির্দেশিকার বাস্তবায়ন করছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে জগৎবল্লভপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপম ঘোষ বলেন, অবৈধভাবে যারা এই দেশে প্রবেশ করেছে, সেই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে আইন মেনে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার যে নীতি সরকার ঘোষণা করেছিল, হাওড়া জেলা প্রশাসন সেই পথেই এগোচ্ছে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, এটি শুধু একটি পুলিশি অভিযান নয়, সীমান্ত নিরাপত্তা ও নাগরিক পরিচয় যাচাইয়ের প্রশ্নে সরকারের অবস্থান আরও স্পষ্ট হওয়ার পদক্ষেপ বলেই জানিয়েছে প্রশাসন।

মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে রেড ক্রসের স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্মচারীরা হাওড়া ময়দান এলাকায় ওআরএস ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত পথচলতি মানুষদের মধ্যে ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রায় ১১০০ ওআরএস বিলি করা হয়। এছাড়াও গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের হাত থেকে বাঁচার উপায় সম্বলিত লিফলেট বিলি করা হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে। বেলা তিনটে নাগাট অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার যার মূল উদ্দেশ্য অতিরিক্ত গরমের হাত থেকে কী ভাবে সাধারণ মানুষ নিজেদের রক্ষা করবেন সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

বর্ষার আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রশাসন-জনপ্রতিনিধিদের যৌথ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষার প্রথম দফার বৃষ্টির আগেই সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় কোমর বাঁধছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। সেই লক্ষ্য নিয়েই মঙ্গলবার জেলা শাসকের দপ্তরে আয়োজিত বৈঠকে ওই জেলার বিভিন্ন স্থানের জলমগ্নতা, নিকাশি ব্যবস্থা, ত্রাণ মজুত এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার রূপরেখা খতিয়ে দেখা হয়।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী ও বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক ডা. ইন্দ্রনীল খান, সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক দেবাশিস ধর, সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এবং টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন জেলার অন্যান্য প্রশাসনিক শীর্ষকর্তা এবং বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিরা।

মঙ্গলবারের আলোচনায় উঠে আসে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভৌগোলিক বৈচিত্র্য বর্ষাকালে প্রশাসনের সামনে প্রতিবার আলাদা নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। একদিকে শহরতলির জল জমার সমস্যা, অন্যদিকে নদী ও উপকূলঘেঁষা এলাকার বন্যার আশঙ্কা, এই দু'দিক সামলাতেই আগাম প্রস্তুতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য বিপর্যয়ের সময় উদ্ধার, ত্রাণ ও পরিষেবার কাজ সচল রাখতে রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট, দুর্যোগের সময়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চেয়ে আগাম প্রস্তুতিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রস্তুতির অগ্রগতি খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

—ফাইল চিত্র

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃষ্ণনগরের ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা যাওয়ার ফলে এখানে শীতের সময় যেমন প্রচণ্ড ঠান্ডা, তেমনই গরমের সময় চরম গরম পড়ে। এই মে- জুনের গরমে মানুষ যখন হাসফাঁস করছে, ঘরের বাইরে খুব প্রয়োজন না-হলে বের হচ্ছে না, যে সময় রক্তের চরম আকাল, সেই সময় কৃষ্ণনগর রোড স্টেশন সংলগ্ন কয়েকজন যুবক বাবুসোনা মল্লিক, সৌমিত্র করাতি, অসীম শিকদার, গোপাল মণ্ডল-সহ আরও কয়েকজন এগিয়ে এলেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে। নিজেদের গ্যাঁটের কড়ি খরচা করে গত ৩১ মে তারা সংগঠিত করলেন এক মহৎ স্বেচ্ছায় রক্তদানের শিবির। এই শিবিরে ৮০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন রক্তদান করতে। তারা বিগত তিন বছর যাবৎ এই মহৎ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ছত্র ছায়ার বাইরে আনন্দ আশ্রম নামে এক অরাজনৈতিক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। মানব সেবাই এদের মূল লক্ষ্য। এই চরম গরমে থ্যালাসেমিয়া রোগী বা গর্ভধারিণী মায়েরা যাতে রক্তের জন্য প্রাণ না হারান, সেদিকে তাকিয়েই এদের এই কর্মযজ্ঞ। বিজ্ঞান অনেক কিছু আবিষ্কার করলেও এখনও পর্যন্ত রক্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই যতদিন না বিজ্ঞান রক্তের বিকল্প আবিষ্কার করতে পারছে ততদিন এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ছেলেগুলোই আমাদের ভরসা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৩ জুন ২০২৬, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, বুধবার

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একটা দুঃস্বপ্নের কালরাত্রির অবসান হয়ে গেছে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার রানি রাসমণি রোডের 'ওয়াই' চ্যানেলে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ধরনা কর্মসূচিকে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য নজিরবিহীন আক্রমণ করে বলেন, 'মমতা বন্দোপাধ্যায়, মমতা বন্দোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেস, তার উত্তরাধিকারী এইসব নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূলকে ভুলে যেতে চাইছে, নিজেদের স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে চাইছে। একটা দুঃস্বপ্নের কালরাত্রির অবসান হয়ে গেছে। আর আমাদের এটা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদের রাস্তায় বসিয়ে দিয়েছে।'

তিনি আরও বলেন,' তৃণমূল কংগ্রেস কোনও দিনই কোনও রাজনৈতিক দল ছিল না, মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নিজস্ব একটি রাজনৈতিক সংঘর্ষের অতীত ছিল। তিনি আপোষহীন ভাবে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন কিন্তু তারপরে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে একটা রাজনৈতিক দল-সরকার যে ভাবে চলার কথা, সেই ভাবে চলেনি। তার পরিণতি হচ্ছে বিশৃঙ্খলা।'

শমীক ফের তৃণমূলকে নিশানা করে বলেন, 'তৃণমূল কোনও দিনই রাজনৈতিক দল ছিল না। আক্ষেপ এটাই অনেক সাধনার পর এই রাজ্যে একটি দায়িত্ববান রাজ্য সরকার তৈরি হল, কিন্তু রাজ্যে কোনও দায়িত্বশীল বিরোধী রাজনৈতিক দল নেই। এটা রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য বিপদজনক। শেষে শমীক তৃণমূলের অভ্যাসকে কটাক্ষ করে বলেন, 'জানে কাহা গয়ে ও দিন! ক্ষমতায় থাকাকালীন তৃণমূল যে কাজ করে এসেছে, তার মধ্যে অন্যদের পার্টি অফিস বন্ধ করে দেওয়া, আক্রমণ করা, খুন করা, মিটিং বন্ধ করে দেওয়া, মহিলাদের শ্লীলতাহানি ও গণধর্ষণ করা সেগুলো মনে পড়ছে আর বলছে।'

সই জাল-কাণ্ডে অস্বস্তি বাড়ছে তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধায়কদের সই 'জাল' কাণ্ডের তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই অস্বস্তি বাড়ছে তৃণমূলের। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো ফরওয়ার্ডিং লেটারের সঙ্গে যে ৭০ জন বিধায়কের স্বাক্ষরিত কাগজ বিধানসভার সচিবের কাছে জমা পড়েছিল, তাতে আরও একাধিক অসঙ্গতি খুঁজে পেল সিআইডি, এমনটাই খবর ভবানীভবন সূত্রে। সই মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 'জালিয়াতি' সংক্রান্ত ধারা যুক্ত করেছে সিআইডি। এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিষেককে ফের ডেকে পাঠানো হয়েছে। আগামী ৮ জুন ভবানীভবনে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে তাঁকে। অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সোমবার হাজির হননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

পাশাপাশি সিআইডি সূত্রে এও খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো যে তালিকা বিধানসভার সচিবের কাছে জমা পড়েছে তাতে ক্রমিক নম্বর ঠিক নেই। একই সঙ্গে তারিখেও একাধিকবার কাটাকুটি। অনেকেই ৫ মে সই করেছেন। অথচ বৈঠক হয়েছিল তার পরের দিন, অর্থাৎ ৬ তারিখ। এই সমস্ত অসংগতি কেন? উঠছে প্রশ্ন। তদন্তকারীদের দাবি, জালিয়াতির কারণে চিঠিতে এতো অসংগতি আছে।

এদিকে সই কাণ্ড নিয়ে সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে বড় দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, উলুবেড়িয়া পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহা সই জালের বিষয়টি বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন বসুর কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ করেন। ওই দুই বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতেই হয়েছিল এফআইআর এবং সিআইডি তদন্ত। ১৪ জন বিধায়কের সই জাল করা হয়েছে। তার মধ্যে অরূপ রায়, শুভাশিস দাস এবং বাহারুল ইসলাম ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছেন, ওই সই তাঁদের নয়। মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনের পর তড়িঘড়ি সই 'জাল' ফাঁস-কাণ্ডে ঋতব্রত এবং সন্দীপনকে বহিষ্কার করে তৃণমূল।

ইবোলা সম্পর্কে দমদম বিমানবন্দরে বিশেষ সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আফ্রিকায় ছড়াচ্ছে ইবোলা ভাইরাস। আফ্রিকা থেকে যাঁরা রাজ্যে ফিরছেন তাঁদের স্ক্রিনিংয়ে জোর দিতে বলল স্বাস্থ্য দপ্তর। একইসঙ্গে দমদম বিমানবন্দরে জারি হয়েছে বিশেষ সতর্কতা। ইতিমধ্যেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জারি করেছে নির্দেশিকা। দেশের স্বাস্থ্য সচিব পুণ্যসলিলা শ্রীবাস্তব তা পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রতিটি রাজ্যে।

এদিকে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য আধিকারিক ড. অনির্বাণ দলুই এই ইবোলা ভাইরাস সম্পর্কে জানিয়েছেন, ইবোলা ভাইরাস, ইবোলা ভাইরাস ডিজিজের জন্য দায়ী। এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলে হঠাৎ জ্বর, প্রচণ্ড দুর্বলতা, মাথাব্যথা, গলা ব্যথা, ডায়েরিয়ার মতো উপসর্গ দেখা যায়। বঙ্গে নিযুক্ত 'নেগলেক্টেড ট্রপিক্যাল ডিজিজ' বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোঅর্ডিনেটর ডা. প্রীতম রায় জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ইবোলা ভাইরাস আক্রান্তের খবর নেই। তবে দমদম বিমানবন্দরে

ঘোষণা করা হচ্ছে। যাঁরা বিদেশ থেকে আসছেন, বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলি থেকে ফিরছেন, তাঁদের মধ্যে যদি কারও এমন উপসর্গ থাকে, তবে সেলফ ডিক্লারেশন বা স্বঘোষণাপত্র দিতে বলা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বিশ্বের অন্যতম মারাত্মক সংক্রামক রোগগুলির মধ্যে একটা ইবোলা ভাইরাস ডিজিজ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশ, আক্রান্ত দেশ থেকে ফেরা ব্যক্তিদের উপর বিশেষ নজরদারি রাখতে হবে। ইবোলা আতঙ্ক সন্দেহভাজন রোগীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। প্রতিটি রাজ্যকে র‍্যাপিড রেসপন্স টিম তৈরি রাখতে বলেছে স্বাস্থ্যদপ্তর।

সূত্রের খবর, এখনও ভারতে ইবোলা আক্রান্ত কোনও রোগী পাওয়া যায়নি। প্রথম গত ৫ মে কঙ্গোর ইতুরি এলাকায় অজ্ঞাত রোগে উচ্চ মৃত্যুহারের খবর ছড়ায়। ১৫ মে আফ্রিকার কঙ্গো এলাকার ১৩ জন ব্যক্তির রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে দেখা যায় ৮ জনের রক্তে ইবোলা ভাইরাসের একটি বিশেষ প্রজাতি রয়েছে। ১৯ মের মধ্যে উগান্ডায় ১৩৪ জনের মৃত্যুর খবর আসে।

স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নামে পড়ুয়াদের থেকে টাকা নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নামে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কাছে থেকে চলছিল মোটা টাকা আদায়। এসব আর চলবে না। সরকারি পালাবদল হতেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এবার বড় পদক্ষেপ সরকারের। রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 'ডেডলাইন' বেঁধে দেওয়া হল। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অডিট রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজ-বিশ্ববিদ্যালগুলির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রশাসন।

এদিকে সূত্রে খবর, মূলত ছাত্র ইউনিয়নগুলির নির্বাচন ও ফান্ডের স্বচ্ছতার বিষয়টির উপর নজর দিচ্ছে সরকার। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বর্তমানে রাজ্যের কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নির্বাচিত ছাত্র ইউনিয়ন নেই। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী, নির্বাচিত প্রতিনিধি না-থাকলে ছাত্র ইউনিয়ন বাবদ কোনও ফি পড়ুয়াদের কাছ থেকে নেওয়া যায় না। কিন্তু এতদিন তা হয়ে এসেছে। তাই অবিলম্বে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ফি নেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুধু তাই নয়, এতদিন ধরে ছাত্র ইউনিয়ন বাবদ কত টাকা তোলা হয়েছে, কোন কোন খাতে সেই টাকা খরচ হয়েছে, তার বিস্তারিত খতিয়ান চেয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কলেজ ইউনিয়নের ফান্ড নিয়ে দুর্নীতি রুখতেই এই সিদ্ধান্ত। এখন দেখার নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কী রিপোর্ট পেশ করা হয় উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে।

রাজ্যের ক্ষমতা হাতে আসতেই গোটা সিস্টেমের দুর্নীতির ঘুঘুর বাসা ভাঙতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। গত শাসকের জমানায় শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, কার্যত সবক্ষেত্রেই একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। অনেকেই বলছেন, শাসকের দাপটে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইউনিয়নগুলি ছড়ি ঘোরাতে দিনের পর দিন। অনৈতিক ভাবে আদায় করা হয় মোটা টাকা। এবার সেই সিস্টেম ভাঙতে তৎপর রাজ্য সরকার।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন রুমের আলমারি থেকে পাওয়া গেল লক্ষ লক্ষ উই ধরা টাকা।

ভাঙনের মুখে ঘাসফুল শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে বড়সড় ভাঙনের জল্পনা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তৃণমূলের অন্দরমহলের খবর, প্রায় ৫০ জন তৃণমূল বিধায়ক পৃথক গোষ্ঠী তৈরি করে নিজেদেরকে 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করছে। আর বিধানসভার সংখ্যার হিসেবে বিরোধী দলের স্বীকৃতির দাবি জানাতে উদ্যোগী হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

তৃণমূল সূত্রের খবর, বিক্ষুব্ধ শিবিরের পক্ষ থেকে বিধানসভার স্পিকারের কাছে বিরোধী দলের দাবি-সহ চিঠি জমা দেওয়ার প্রস্তুতিও জোড় কদমে চলছে। প্রথমে মঙ্গলবার সেই চিঠি জমা দেওয়ার কথা থাকলেও তা একদিন পিছিয়ে বুধবার করা হয়েছে। আর এই বিদ্রোহী শিবিরের নেতৃত্বে রয়েছেন সোমবার সদ্য দল থেকে বহিষ্কৃত ঋতব্রত ব্যানার্জি। তাকে সামনে রেখেই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রাজনৈতিক কর্মসূচি করা হচ্ছে বলেই, রাজ্য রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

যদিও বিষয়টি নিয়ে বিজেপি বিধায়ক তাপস রায় জানান, তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন ঘটনা প্রত্যাশিতই ছিল। তাঁর আরও দাবি, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ক যদি পৃথক অবস্থান নেন, তবে সেই দাবির সাংগঠনিক গুরুত্ব থাকবেই। অন্যদিকে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষও তৃণমূলের এই পরিস্থিতিকে দলের 'অভ্যন্তরীণ সংকটের ফল' বলে মন্তব্য করেছেন।

তবে বিদ্রোহের জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল বিধায়ক ও দলের মুখ পাত্র কুনাল ঘোষ বলেন, দলের প্রতীক ও নেতৃত্বের মুখে নির্বাচিত হয়ে আসা বিধায়কদের এ ধরনের পদক্ষেপ রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও এই প্রসঙ্গে বহিঃস্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও দাবি করেছেন, তাঁর কাছে এমন কোনও নির্দিষ্ট তথ্য নেই। সব মিলিয়ে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, সত্যিই যদি ৫০ জন বিধায়ক আলাদা গোষ্ঠী গঠন করেন, তবে বিধানসভায় বিরোধী রাজনীতির সমীকরণে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত বিদ্রোহী শিবিরের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও তালিকা বা দাবি প্রকাশ করা হয়নি। ফলে রাজনৈতিক মহল এখন নজর রাখছে স্পিকারের কাছে এই বিষয়ে সম্ভাব্য চিঠি জমা কবে জমা পড়বে এবং তার পরবর্তীতে এই বিষয়ে স্পিকার তার সাংবিধানিক দায়িত্ব কী ভাবে পালন করবেন তার ওপর। যদিও গোটা বিষয়টির ওপর তৃণমূলের শীর্ষ দলীয় নেতৃত্ব শ্যেন দৃষ্টি রেখে চলছে।

ধরনামঞ্চে অনুপস্থিত অধিকাংশ বিধায়ক-সাংসদ, ছন্নছাড়া তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর এই প্রথম কোনও দলীয় কর্মসূচিতে রাস্তায় নামলেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে দলের মধ্যে অনৈক্য, বিশ্বাসের ভাঙন এবং একাধিক বিধায়কের বিক্ষোভের জল্পনার ছবি বারংবার দেখে চলেছে রাজ্যবাসী। ক্ষমতায় থাকাকালীন যে দাপট ও অহংকারের ছবি প্রতিবার তৃণমূলের কর্মসূচিতে অতীতে ফুটে উঠেছে, তার থেকে মঙ্গলবারের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। একেবারেই ছন্নছাড়া ও বিধ্বস্ত তৃণমূলকে নিয়েই মঙ্গলবার ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে ধরনায় বসলেন মমতা ব্যানার্জি। তবে কর্মসূচিতে দলের অধিকাংশ বিধায়ক ও সাংসদের অনুপস্থিতি, দলীয় ঐক্য ও নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নে টালমাটাল পরিস্থিতি রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা উসকে দিল।

যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, দলের বিরুদ্ধে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের ওপর হামলা-সহ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রতিবাদেই এই ধর্না কর্মসূচি। তবুও ধরনার জন্য নির্ধারিত দুই ঘন্টার কর্মসূচিতে বিকেল পর্যন্ত মঞ্চে উপস্থিত নেতাদের তালিকায় ছিলেন ইন্দ্রনীল সেন, মদন মিত্র,

কল্যাণ ব্যানার্জি, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মালা রায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন-সহ হাতেগোনা কয়েকজন নেতা। এই কর্মসূচিতে দলের অধিকাংশ বিধায়ক ও সাংসদের দেখা মেলেনি।

যদিও এরই মধ্যে ৫০ জন তৃণমূল বিধায়ক পৃথক গোষ্ঠী গঠন করে নিজেদের 'আসল তৃণমূল' হিসেবে স্বীকৃতি চাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এমন একসময়ে ধরনা কর্মসূচিতে দলের অধিকাংশ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির অনুপস্থিতি বিরোধী শিবিরের ভাঙন-জল্পনাকে আরও উসকে দিতে পারে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, কর্মসূচিতে কারা উপস্থিত থাকবেন তা সংগঠনের নিজস্ব বিষয় এবং তা থেকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত না।

তবে মঙ্গলবারের ধরনামঞ্চে উপস্থিতির ছবি ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে এখন আলোচনা তুঙ্গে। বিশেষ করে দলীয় সংকটের আবহে শক্তি প্রদর্শনের এই কর্মসূচিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ক ও সাংসদদের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে।

থানায় অভিযোগ, আইনি বিপাকে রচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ও অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের কলকাতার চারুমার্কেট পুলিশ স্টেশনে।

অভিযোগের সূত্রপাত আরজি কর-কাণ্ডকে কেন্দ্র করে। অভিযোগকারী এক আইনজীবীর দাবি, ঘটনার পর সামাজিক মাধ্যমে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্যাতিতার নাম উল্লেখ করেছিলেন, যা কেন্দ্র করে শুরু হয় আলোচনা। পাশাপাশি সেই পোস্ট দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় বলেও এদিন অভিযোগ করা হয়।

আইনজীবীর বক্তব্য, বিষয়টি সামনে আসার পর তিনি সে সময়ই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে তাঁর দাবি। দীর্ঘদিন পর ফের একই বিষয়ে নতুন করে চারু মার্কেট থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন তিনি।

অভিযোগকারীর দাবি, নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ করা আইনবিরুদ্ধ এবং জনসমক্ষে সেই নাম উল্লেখ করা উচিত হয়নি। তাঁর মতে, একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে রচনার আরও বেশি দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন ছিল। আর সেই কারণেই এই ঘটনায় যথাযথ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান তিনি। এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে যে, পুলিশের তরফ থেকে এই অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের অন্যতম তারকা প্রচারক ছিলেন রচনা। বিভিন্ন জেলায় দলের প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রচনা জানিয়েছিলেন, গণতন্ত্রে মানুষের রায়ই শেষ কথা এবং সেই রায়কে তিনি সম্মান করেন। পাশাপাশি সাংসদ হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার কথাও বলেছিলেন। তবে এরপরই রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝেই চর্চায় এই অভিযোগ। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। সেই আবহে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অভিযোগও রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূলের নাগালের বাইরে যাওয়ার উপক্রম কলকাতা পুরসভাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় হারের পর দলের নেতারাই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই যেমন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ঠিক তেমনই অন্যদিকে দুর্নীতির দায়ে ছোট-বড় নেতাদের সংক্রমণের মতো গ্রেপ্তার হওয়ার হিড়িক। এই জোড়া চাপে এবার কলকাতা পুরসভাও তৃণমূলের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এমনই এক অবস্থায় সূত্রে খবর মিলছে, পুরসভার ভিতরে ফাটল চওড়া করে মঙ্গলবারই পদত্যাগ করতে চলেছেন একজন মেয়র পারিষদ।

ছাব্বিশের ভোটে শাসকদলের নজিরবিহীন বিপর্যয়ের পর থেকেই কলকাতা পুরসভার মধ্যে ক্ষোভ ও পদত্যাগের হিড়িক লেগেছে। একে একে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন শাসকদলের প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিরা। মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভার বোর্ড থেকে ইস্তফা দিতে চলেছেন এমন একজন মেয়র পারিষদ, যা পুর-প্রশাসনের অন্দরে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর পুরসভায় প্রথম ধাক্কাটি লাগে দেবলীনা বিশ্বাস তাঁর পদত্যাগে। ৯ নম্বর বোরোর চেয়ারপার্সনের পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। এরপর কসবার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত, ১২ নম্বর বোরোর চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন। গত বুধবারই তিনি নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন। শুধু বোরো চেয়ারম্যানই নন, ধাক্কা এসেছে পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতেও। কলকাতা পুরসভার অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী।

রাজনৈতিক মহলের মতে, দলের অন্দরে তৈরি হওয়া এই নজিরবিহীন বিদ্রোহ এবং একের পর এক পদাধিকারীর ইস্তফা দেওয়ার ঘটনা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, ভোটের ধাক্কা সামলে কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা তৃণমূলের কাছে শেষ আশার আলো। সে আলো আগলে রাখাই দায় হয়ে উঠছে তাদের কাছে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, গত দেড় দশকের তৃণমূল শাসনে বিরোধী রাজনৈতিক শিবির থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশের প্রধানতম অভিযোগই ছিল 'দুর্নীতি'। আর সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভই চাগাড় দিয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এখন শুনতে হচ্ছে 'চোর-চোর' স্লোগান। তৃণমূল জমানার গ্রাফের এই পতন আর শুধু শীর্ষ নেতৃত্বে সীমাবদ্ধ নেই। রাজ্যের ব্লকে ব্লকে এবং পুরসভাগুলিতেও তার আঁচ অত্যন্ত স্পষ্ট।

জনতার দরবারে ইন্দ্রনীলের নামে অভিযোগ সঙ্গীতশিল্পীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে বসল মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবার'। সাধারণ মানুষ থেকে টলিপাড়ার পর এ বার সঙ্গীত জগতেও 'সিন্ডিকেট' ও 'বয়কট সংস্কৃতি'র অভিযোগ উঠল 'জনতার দরবারে'। মঙ্গলবার জনতার দরবারে এসে প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন সঙ্গীতশিল্পী ঋদ্ধি বন্দোপাধ্যায় ও দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দুই সংগীত শিল্পীর অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের সঙ্গীত জগতে এমন একটি প্রভাবশালী 'সিন্ডিকেট' তৈরি হয়েছিল, যারা এই 'সিন্ডিকেট'-এর বাইরে থাকলে তার সরকারি অনুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক মঞ্চে কাজ পাওয়ার সুযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে যেত। তাঁদের আরও অভিযোগ, নির্দিষ্ট মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকলে যোগ্য শিল্পীদেরও বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে দূরে রাখা হতো।

ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অভিযোগ আরও গুরুতর। তাঁর দাবি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার নামে তাদের থেকে অর্থ দেওয়ার চাপ দেওয়া হতো। কেউ আপত্তি জানালেই তাঁকে কার্যত বয়কটের মুখে পড়তে হতো।

এর ফলে বহু শিল্পীর পেশাগত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন। জনতার দরবারে এসে শিল্পীরা জানান, তাঁদের উদ্দেশ্য কোনও ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নয়, বরং দীর্ঘদিনের অভিযোগ প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের নজরে আনা। তাঁরা চান, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 'সিন্ডিকেট' গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ভেঙে যোগ্যতার ভিত্তিতে শিল্পীদের সুযোগ দেওয়া নিশ্চিত করা হোক।

সম্পাদকীয়

আত্মবিশ্লেষণ না করলে এই পরিণতিই স্বাভাবিক

চুরি, জোচ্চুরি, দুর্নীতি, হুমকি, আর ক্ষমতার জুজু দেখিয়ে তৈরি করা তৃণমূলের বালির প্রাসাদ এবার সত্যিই ভাঙতে চলেছে। তা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। গত ৪৮ ঘন্টায় বঙ্গ রাজনীতির হাইভোল্টেজ ঘটনা প্রবাহ অন্তত সে কথাই বলছে। প্রথমে সরকার, তারপর দল। এবার প্রতীক হারিয়ে আক্ষরিক অর্থেই নিঃস্ব হতে চলেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর তৈরি দল যে এভাবে এক মাসেরও কম সময়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে, চার মে সকালেও কি কেউ তা ভাবতে পেরেছিল। কিন্তু আজ এটাই কঠিন বাস্তব। বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্বটাই আজ ঘোর সংকটের মুখে। মমতার ডাকেও আর সাড়া দিচ্ছেন না দলের বিধায়করা! যে সব সাংসদরা এক সময়ে নেত্রীর একটা ডাকের অপেক্ষায় বসে থাকতেন, আজ তাঁরা আর নেত্রীর পরোয়া করেন না। মেয়র, পারিষদ, কাউন্সিলররাও আজ বিদ্রোহী! তাঁরা প্রকাশ্যে নেত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছেন। এতেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কীসের ওপর বসে এতদিন দল ও সরকার চালিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলটার জনভিত্তি অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। নিচু তলায় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগও শূন্যে নেমে এসেছিল। পুঁজি বলতে ছিল একেবারে নিচু তলার কিছু মাসলম্যান, তোলাবাজ, আর লুম্পেনদের দল। গোটা সংগঠনটার দখল নিয়েছিল এরাই। পাড়ায় পাড়ায় এরাই দখল নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। দলের পতাকা আর কোনও কর্মীর হাতে ছিল না। সেটাও চলে গিয়েছিল এদের হাতে। তাঁরাই ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে এলাকায় যথেচ্ছাচার চালিয়ে গিয়েছে। আর শীর্ষ নেতৃত্ব ক্ষমতার মোহে তাদের মাথায় হাত রেখে চলেছে। গত এক দশকে এরাই হয়ে উঠেছিল দলের সম্পদ। এরা ভেবেছিল, সারা জীবন বোধহয় এভাবেই চলবে। মমতার সরকার থাকবে, আর তারা অবাধে লুটপাটের ইজারা নিয়ে বসে বসে সব ভোগ করবে। কিন্তু সব দিন কাহারও সমান যায় না। এই আপ্তবাক্যটা ক্ষমতায় থাকলে বোধহয় কারও মনে থাকে না। আত্মবিশ্লেষণ না করলে এটাই স্বাভাবিক পরিণতি। যা আজ হয়েছে তৃণমূলের। সেটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী। আজ আবার তিনি পথে নেমেছেন। কিন্তু অনেক, অনেক দেরি করে ফেলেছেন।

শব্দছক ১৭৭

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. হৃদয় ৩. পদ্ম ৫. দেবতার দেউল ৬. পিতা ৮. নুন ১০. আনন্দ ১২. যার মাত্রাসংখ্যা অধিক ১৪. ভীষণ পাতলা ১৬. বান ১৭. দশ-এর স্থানে বিরাজ ১৯. কমতে থাকা অবস্থা ২১. বৃষ্টি ২২. মনের অভিলাষ ২০. শহর

ওপর-নিচ: ১. যে তলের হদিশ নেই ২. মনোরঞ্জনকারী ৩. লাল-রঙা তিল ৪. মা কালীকে বোধনের ফুল ৭. সর্দিকাশীতে ঔষধি গাছ ৯. বসবাস ১১. অঙ্গাবরণ ১২. অরণ্যগৃহে অবস্থান ১৩. তিরিশ ১৪. বহু বা প্রচুর ১৫. তোমার-এর কাব্যরূপ ১৭. নিপীড়ণ ১৮. মা গঙ্গার বাহন ২০. মাতুল

সমাধান ১৭৬ — পাশাপাশি: ১. মস্ত ২. মবিল ৫. প্রহার ৬. কারা ৭. জবা ৯. মতবিরোধ ১১. নরপতি ১৩. হাতিশালা ১৬. আনন্দধ্বনি ১৮. পল ১৯. রোদ ২০. কলি ২১. খবর ২২. জ্যোতি

ওপর-নিচ: ১. মহাজন ২. মহামতি ৩. বিরত ৪. শ্রীরাধা ৬. কারো ৮. বার ১০. বিরতি ১২. পছন্দ ১৩. হানিকর ১৪. শাপ ১৫. লালবাতি ১৬. আরোপ ১৭. নদ

আজকের দিন

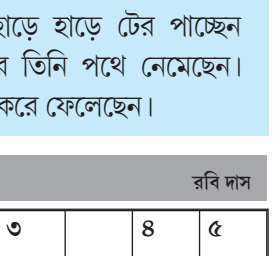

- **১৯৬৫** — জেমিনি ৪ অভিযানে মহাকাশচারী এডওয়ার্ড এইচ. হোয়াইট মহাকাশে প্রথম হাঁটেন।
- **১৯৮৪** — অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে একটি বড় সামরিক অভিযান শুরু হয়।
- **২০১৬** — বক্সিং চ্যাম্পিয়ন মহম্মদ আলি মারা যান।

জন্মদিন

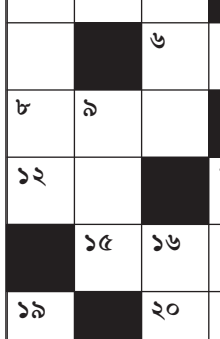

জর্জ ফার্নান্ডেজ

- **১৯২৪** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এম করুণানিধির জন্মদিন।*
- **১৯৩০** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জর্জ ফার্নান্ডেজের জন্মদিন।*
- **১৯৬২** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সারিকার জন্মদিন।*

নেতাজির বিশ্বস্ত সৈনিকদের নির্বাসন ও বিস্মরণের ইতিহাস

কর্নেল হাবিবুর রহমান: নেতাজির শেষ যাত্রার সঙ্গী

বেবি চক্রবর্তী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গভীর বৈপরীত্য রয়েছে। একদিকে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, প্যাটেল কিংবা কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও ইতিহাসের মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং তার অসংখ্য বীর সেনানির আত্মত্যাগ ধীরে ধীরে প্রান্তিক করে দেওয়া হয়েছে। বিশেষত দেশভাগের পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যে রাষ্ট্রিক বয়ান নির্মিত হয়, সেখানে নেতাজির সর্বাধিক বিশ্বস্ত মুসলিম সেনানিদের জন্য কোনও মর্যাদাপূর্ণ স্থান অবশিষ্ট থাকেনি। কর্নেল হাবিবুর রহমান, এম জেড কিয়ানী, কর্নেল বুরাউদ্দিন, শাহনওয়াজ খান, গুলজারা সিং, মালিক প্রমুখ যোদ্ধারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেও স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোয় অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠেন। এই ইতিহাস শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বঞ্চনার কাহিনি নয়; এটি স্বাধীনোত্তর ভারতের জাতীয়তাবাদ নির্মাণের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ধর্মনিরপেক্ষ সামরিক জাতীয়তাবাদের এক অনন্য অধ্যায়

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অভিনব অধ্যায়। এই বাহিনীতে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান;সব সম্প্রদায়ের মানুষ এক পতাকার তলায় সংগঠিত হয়েছিলেন। নেতাজি বারবার বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' এই আহ্বান ধর্মীয় পরিচয়কে অতিক্রম করে এক সামগ্রিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল।

আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিসভা এবং সামরিক নেতৃত্বে মুসলিম অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি ছিল। কর্নেল হাবিবুর রহমান ছিলেন নেতাজির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী। এম জেড কিয়ানী ছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর অন্যতম প্রধান কমান্ডার। শাহনওয়াজ খান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানে। তাঁদের কাছে ধর্ম নয়, দেশই ছিল প্রধান পরিচয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা বুঝেছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতে হলে ভারতীয়দের মধ্যে কৃত্রিম সাম্প্রদায়িক বিভাজন দূর করা জরুরি। তাই নেতাজির বাহিনীতে একই মেসে খাওয়া, একই শপথ গ্রহণ, এবং 'জয় হিন্দ' ধ্বনি ছিল এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতীক।

কর্নেল হাবিবুর রহমান নেতাজির শেষ যাত্রার সঙ্গী

কর্নেল হাবিবুর রহমানের নাম নেতাজির জীবনের শেষ অধ্যায়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ১৯৪৫ সালের তথাকথিত তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার সময় তিনি নেতাজির সঙ্গেই ছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল এবং তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নেতাজির পাশে ছিলেন।

কিন্তু স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা হাবিবুর রহমানকে কোনও মর্যাদা দেয়নি। দেশভাগের পরে তিনি পাকিস্তানে চলে যেতে বাধ্য হন। যে মানুষটি ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন বিপন্ন করেছিলেন, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা তাঁকে আপন করে নিতে পারেনি। কারণ তিনি মুসলমান, এবং দেশভাগ-উত্তর রাজনৈতিক পরিবেশে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠেছিল।

হাবিবুর রহমানের জীবনের ট্র্যাজেডি আসলে ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার সীমাবদ্ধতার প্রতীক। নেতাজির আদর্শে তিনি ছিলেন নিখাদ ভারতীয়; কিন্তু দেশভাগ তাঁকে তপাকিস্তানিদ পরিচয়ে আবদ্ধ করে দেয়।

এম জেড কিয়ানী বিস্মৃত সেনাপতির ইতিহাস-

মোহাম্মদ জামান কিয়ানী বা এম জেড কিয়ানী ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম দক্ষ সামরিক সংগঠক। তিনি বার্মা ফ্রন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নেতাজি তাঁর সামরিক দক্ষতা ও নেতৃত্বের উপর গভীর আস্থা রাখতেন।

স্বাধীনতার পরে কিয়ানীও পাকিস্তানে চলে যান। সেখানে তিনি সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কাজ করলেও ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় তাঁর নাম প্রায় মুছে ফেলা হয়। অথচ আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক কাঠামো নির্মাণে তাঁর অবদান অপরিসীম ছিল।

ভারতের সরকারি ইতিহাসচর্চা কিয়ানীদের মতো সেনানিদের স্মরণ করতে অস্বস্তি বোধ করেছে। কারণ তাঁরা প্রমাণ করতেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কেবল কংগ্রেস বা অহিংস আন্দোলনের একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল না; বরং সশস্ত্র বিপ্লব ও সামরিক সংগ্রামও স্বাধীনতার ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

কর্নেল হাবিবুর রহমানের নাম নেতাজির জীবনের শেষ অধ্যায়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ১৯৪৫ সালের তথাকথিত তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার সময় তিনি নেতাজির সঙ্গেই ছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল এবং তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নেতাজির পাশে ছিলেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা হাবিবুর রহমানকে কোনও মর্যাদা দেয়নি। দেশভাগের পরে তিনি পাকিস্তানে চলে যেতে বাধ্য হন। যে মানুষটি ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন বিপন্ন করেছিলেন, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা তাঁকে আপন করে নিতে পারেনি। কারণ তিনি মুসলমান, এবং দেশভাগ-উত্তর রাজনৈতিক পরিবেশে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠেছিল।

কর্নেল বুরাউদ্দিন ও অন্যান্য উপেক্ষিত সৈনিক

আজাদ হিন্দ ফৌজের বহু সৈনিকের নাম আজ প্রায় বিস্মৃত। কর্নেল বুরাউদ্দিন, মালিক, কিংবা অসংখ্য সাধারণ জওয়ান স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি প্রায় শূন্য ছিল।

কারণ স্বাধীন ভারতের শাসকগোষ্ঠী এমন এক জাতীয়তাবাদের বয়ান নির্মাণ করতে চেয়েছিল যেখানে কংগ্রেসের নেতৃত্বই স্বাধীনতার একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই বয়ানে আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল এক অস্বস্তিকর উপস্থিতি। কারণ জজঞ্ঙ-র জনপ্রিয়তা ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর আনুগত্য নষ্ট করেছিল, নৌবিদ্রোহের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল এবং ব্রিটিশ শাসকদের মনে গভীর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাটলি পর্যন্ত পরে স্বীকার করেছিলেন যে ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তে নেতাজি ও জজঞ্ঙ-র প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের পাঠ্যপুস্তকে এই সত্যকে দীর্ঘদিন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

নেহেরু ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নির্মাণ

জওহরলাল নেহেরু ব্যক্তিগতভাবে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্তু স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতিতে আজাদ হিন্দ ফৌজকে কেন্দ্রীয় স্থান দেওয়া হয়নি। এর পেছনে কয়েকটি রাজনৈতিক কারণ ছিল।

প্রথমত, নতুন ভারত রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক কাঠামোর উপর দাঁড়াতে চেয়েছিল। সামরিক জাতীয়তাবাদকে বেশি গুরুত্ব দিলে রাষ্ট্রের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারত।

দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল কৃতিত্ব নিজেদের রাজনৈতিক ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে আগ্রহী ছিল। নেতাজির জনপ্রিয়তা সেই বয়ানের জন্য সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ছিল।

তৃতীয়ত, দেশভাগ-উত্তর সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে মুসলিম INA অফিসারদের সামনে আনা রাজনৈতিকভাবে তসংবেদনশীলদ বলে বিবেচিত হয়েছিল। ফলে একধরনের নীরব বিস্মরণ নীতি কার্যকর হয়।

নেহেরু সরকার জজঞ্ঙ সদস্যদের কিছু আর্থিক সুবিধা দিলেও তাঁদের রাষ্ট্রীয় নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেনি। বরং বহুক্ষেত্রে তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছিল।

দেশভাগ: জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি

আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাস দেশভাগের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী দলিল। নেতাজির বাহিনীতে ধর্মীয় বিভাজনের কোনও স্থান ছিল না। তজয় হিন্দদ ছিল সকলের স্লোগান। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম সেই ঐক্যের স্বপ্নকে ভেঙে দেয়।

যে সৈনিকরা একসঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা হঠাৎ দুই রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে পড়েন। কেউ ভারতীয়, কেউ পাকিস্তানি। ইতিহাসও তাঁদের আলাদা করে ফেলে।

এই বিভাজন শুধু ভূখণ্ডের ছিল না; স্মৃতিরও ছিল। ভারতীয় ইতিহাসে মুসলিম INA অফিসারদের গুরুত্ব কমে যায়, আর পাকিস্তানে নেতাজির উত্তরাধিকার অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে, কারণ তিনি ছিলেন অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা।

লালকেল্লায় জজঞ্ঙ-র বিচার ভারতীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। শাহনওয়াজ খান, প্রেমকুমার সেহগল ও গুরবক্ষ সিং ধিলোঁর বিচার হিন্দু-মুসলিম-শিখ ঐক্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। সারা দেশে মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

এই বিচার প্রমাণ করেছিল যে ভারতীয় জনগণ INA-কে বিশ্বাসঘাতক নয়, স্বাধীনতার সৈনিক হিসেবেই দেখত। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহ সেই অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ।

তবু স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে INA-র এই প্রভাবকে প্রান্তিক করা হয়েছে। কারণ এটি কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের একমাত্রিক বয়ানকে প্রশ্নবিদ্ধ করত।

আজকের ভারতে জাতীয়তাবাদ নিয়ে নতুন করে আলোচনা হচ্ছে। এই সময়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাস পুনরুদ্ধার অত্যন্ত জরুরি। কারণ জজঞ্ঙ আমাদের শেখায় যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এক বহুত্ববাদী ধারণা ছিল;যেখানে ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল।

হাবিবুর রহমান, এম জেড কিয়ানী, বুরাউদ্দিন কিংবা মালিকদের স্মরণ করা মানে কেবল অতীতকে সম্মান জানানো নয়; বরং ভারতের জাতীয় পরিচয়কে আরও গভীরভাবে বোঝা। তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন যে দেশপ্রেম কোনও একক ধর্ম বা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়।

আজ যখন ইতিহাসকে নানা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তখন INA-র এই অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয়তাবাদ নতুন তাৎপর্য বহন করে। নেতাজির স্বপ্ন ছিল এমন এক ভারত, যেখানে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খ্রিস্টান সবাই সমান মর্যাদায় বাঁচবে। সেই স্বপ্ন দেশভাগে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও সম্পূর্ণ বিলীন হয়নি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং তার বিস্মৃত সেনানিদের যথাযথ মর্যাদা না দেওয়া হয়। কর্নেল হাবিবুর রহমান, এম জেড কিয়ানী, কর্নেল বুরাউদ্দিন, মালিক প্রমুখ সৈনিকেরা ছিলেন সেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধি, যা ধর্মীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে ছিল।

কিন্তু স্বাধীনোত্তর রাষ্ট্রনীতি ও দেশভাগের রাজনীতি তাঁদের ইতিহাসের প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। আজ প্রয়োজন সেই বিস্মৃত ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করার। কারণ জাতির আত্মপরিচয় কেবল রাষ্ট্রক্ষমতার বয়ানে গড়ে ওঠে না; গড়ে ওঠে সেইসব মানুষের আত্মত্যাগে, যাঁদের নাম ইতিহাসের বইয়ে কম লেখা হলেও তাঁদের রক্তেই স্বাধীনতার ভিত্তি নির্মিত হয়েছে।

নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ আমাদের মনে করিয়ে দেয়;ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃত শক্তি ছিল তার বহুত্ববাদ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং আত্মত্যাগের আদর্শে। সেই ইতিহাস পুনরুদ্ধার করাই আজকের ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক ও নৈতিক কর্তব্য।

মুখ্যমন্ত্রী হয়ে প্রথমবার তারকেশ্বরে পুজো

‘তৃণমূল দলটা ফলতা হয়ে গিয়েছে’, মমতার ধরনা কর্মসূচি নিয়ে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মঙ্গলবারই প্রথম তারকেশ্বরের মন্দিরে পুজো দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তারকেশ্বরের সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান। সেই টানেই তিনি বার বার সেখানে ছুটে গিয়েছেন। কখনও মন্দিরে, কখনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন ধর্মতলায় ওয়াই চ্যানেলে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা কর্মসূচিকে। হাসতে হাসতে বললেন, ‘কী দুরবস্থা! ১৫০ লোকও হয়নি।’ ‘তৃণমূল দলটা ফলতা হয়ে গিয়েছে’ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। উল্লেখ্য, ফলতার পুনর্নির্বাচনে চতুর্থ স্থানে নেমে গিয়েছে তৃণমূল। শুভেন্দু সেই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন বলে দাবি ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের।

কলকাতা থেকে সড়ক পথে তারকেশ্বর মন্দিরে পৌঁছন শুভেন্দু। মন্দিরের পাশে অতিথি নিবাসে দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। তার পরে তাঁদের নিয়েই সোজা চলে যান মন্দিরে। ভক্তি ভরে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্দির থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ‘এ বার আরও বড় করে শ্রাবণী মেলা হবে।’ তারকেশ্বর ট্রাস্টি বোর্ডের আর্থিক সহায়তা বন্ধ করা দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন শুভেন্দু। এ দিনই তিনি ফের ফান্ড চালুর জন্য মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল এবং প্রধান সচিবকে নির্দেশ দেবেন বলেও জানিয়েছেন শুভেন্দু। পূর্বতন সরকারের আমলে বেশ কয়েক বছর তারকেশ্বর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান ছিলেন ফিরহাদ হাকিম। এ দিন শুভেন্দু অবশ্য তাঁর নাম নেননি। তবে মন্দিরে নতুন রঙ করার কথাও জানিয়ে বলেন, ‘মন্দিরের রং সব সময়ে আধ্যাত্মিক হওয়া উচিত। সেটাই আমরা করব।’ রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে রামের মূর্তি মাথায় নিয়ে গোটা তারকেশ্বর ঘুরেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘আজ থেকে নয়, তারকেশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক পুরোনো। শ্রীরামের মূর্তি মাথায় নিয়ে খালি পায়ে গোটা তারকেশ্বর ঘুরেছি।’ এর পরেই কটাক্ষ ছুড়ে দেন মমতাকে। তৃণমূল কর্মীদের উপরে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ তুলে ওয়াই চ্যানেলে ধরনায় বসেছেন মমতা। তাঁর কর্মসূচি নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই তীব্র টানাপড়েন চলছে রাজনৈতিক মহলে। মমতা অভিযোগ করেছিলেন, তাঁকে বিক্ষোভ কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তার পরেও ধরনা হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পুলিশের অনুমতিতেই কর্মসূচি শুরু করেন মমতা। অভিষেক বিধায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, ফোন করছেন বলে জানা গিয়েছে। সেই নিয়েও কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, ‘আমি তো শুনেছিলাম অসুস্থ। স্যালাইন-ট্যালাইন কী সব চলছে নাকি।’

স্বচ্ছ ভারত মিশনের টোটো চুরির অপবাদ, আত্মঘাতী পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: অভিযোগ উঠেছিল স্বচ্ছ ভারত মিশনের নোংরা ফেলা টোটো ও টোটোর ব্যাটারি চুরির। অপবাদ, অপমানে নিজের ঘরে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার অভিযোগ উঠলো। ঘরের ভেতর থেকে পঞ্চায়েতের প্রধান জাহিদুল হক বৈদ্য-এর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিপলেশ্বর গ্রামে। পরিবারের অভিযোগ, প্রধানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে। সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। গত রবিবার ৩১ মে এলাকার মানুষের অভিযোগ, স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১২টি ব্যাটারিচালিত ময়লাফেলা গাড়ি (টোটো) সরকার থেকে দেওয়া হয়। গত তিন বছর আগে দেওয়া হয় এই গাড়িগুলো। ১২ টি টোটো প্রধান তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তারই পরিচিত পার্শ্ববর্তী একজনের আম বাগানে রেখে দেন। কিন্তু তারপরে এলাকার মানুষ দেখে ১২টি টোটো থেকে এখন ৩টি টোটো আছে। বাদবাকি ৯টি টোটো বিক্রি করে দিয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এলাকার মানুষ ঘটনা জানতে পেরে বাদুড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের পরেই বাকি ৩ টি টোটো যার বাগানে রেখেছিল তারা সকলে মিলে নিয়ে প্রধানের বাড়ির ভেতরে রেখে আসে। সেই সময় গ্রামের একজন বাধা দিতে গেলে তাকে ধরে বেধড়ক মারধর করা হয়। অসুস্থ গ্রামবাসী প্রথমে বাদুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করে এবং পরে বাদুড়িয়া থানায় মারধর সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে চলে আসে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। পলাতক ছিলেন প্রধান। সোমবার সন্ধ্যা বেলা বাড়িতে আসেন। মঙ্গবার সকালে তার ঘর থেকে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র-সহ চার কারবারি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কালিয়াচক এবং মোথাবাড়ি থানা এলাকার দুটি জায়গায় পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে চারজন আগ্নেয়াস্ত্র কারবারীকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে মোট ৮টি পাইপগান এবং ২ রাউন্ড কার্তুজ। সোমবার গভীর রাতে দুটি থানা এলাকাতেই পৃথকভাবে অভিযান চালানোর পর মঙ্গলবার ধৃত চারজনকে মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার শাহবাজপুর মোমিনপাড়া এলাকায়। সেখানেই ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল এবং কার্তিক মণ্ডল নামে দুই জন অস্ত্রকারবারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা মোটরবাইকে করে এই অস্ত্রগুলি কোথাও পাচার পরিকল্পনা নিয়েছিল। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৭টি পাইপগান। মঙ্গলবার দুপুরে মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং একটি সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, কালিয়াচক এবং মোথাবাড়ি দুটি থানা এলাকায় পৃথকভাবে অভিযান চালিয়েই এই আগ্নেয়াস্ত্রসহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কালিয়াচক থানার মোমিনপাড়া এলাকা থেকেই ধরা পড়ে। একটি মোটর বাইকের এই দুই অভিযুক্ত ৭টি পাইপ গান প্লাস্টিকে মুড়িয়েই কোথাও পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই অভিযান চালিয়ে পুলিশ এদের কাছ থেকে ওই আগ্নেয়াস্ত্র গুলির উদ্ধার করে।

অন্যদিকে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ নিভু মণ্ডল ও মনোজ মণ্ডল নামে আরও দুই অভিযুক্তকে একটি পাইপগান ও ২ রাউন্ড কার্তুজ-সহ গ্রেপ্তার করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এরাও ওই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি কোথাও বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছিল। মঙ্গলবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

প্রাক্তন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের বিধানসভায় ১৭৩ জন পুরুষ-লক্ষ্মীর হদিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পের বড়সড় দুর্নীতির হদিস মিলল এবার কৃষ্ণনগর ২ নম্বর ব্লকে। খোদ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের বিধানসভা কেন্দ্র ধুবুলিয়ায় লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকায় ১৭৩ জন পুরুষের নাম জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। ইতিমধ্যেই তাদের চিহ্নিত করে উপভোক্তা তালিকা থেকে নাম বাতিলের জন্য জেলাশাসকের কাছে আবেদন জানিয়েছেন কৃষ্ণনগর ২ ব্লকের বিডিও।

জানা গিয়েছে, রাজ্যের পালা বদলের পর থেকেই লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে পরিবর্তন করতে কাজ শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। এরপরই নজর আসে বেআইনিভাবে লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকায় পুরুষদের নাম। জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ২ ব্লক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের বিধানসভা এলাকায় ১৭৩ জন পুরুষ লক্ষ্মীর হদিস মিলেছে। জানা গিয়েছে, গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই এই নাম গুলো লক্ষ্মী ভাণ্ডার উপভোক্তা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছে। এই কাজ করেছেন বিডিও অফিসের কর্মী ভোলা শীল। যদিও তাকে ইতিপূর্বে বিডিও অফিস থেকে শোকজ করা হয়েছে। এ বিষয়ে নদিয়ার জেলাশাসক শ্রীকান্ত পল্লী জানান, ‘ইতিমধ্যেই ভোলা শীল নামে ওই কর্মীকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত একাউন্টে লক্ষ্মীর ভান্ডার ঢুকতো প্রত্যেকটি ইতিমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে। আমরা অফিসিয়ালি তদন্ত করছি, এরপর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও ঘটনার পর থেকে বে-পাত্তা ভোলা শীল নিজে।’ তার পরিবারের লোক জানিয়েছে সে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে গেছে।

প্রকৃতি রক্ষায় উদ্যোগ বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহার

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি: ‘সমাজ ও মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে গাছ লাগাতে হবে’ মঙ্গলবার বীরভূম ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত জলবায়ু সহনশীল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সচেতনতামূলক শিবির ও মিলন মেলায় বললেন দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা।

বর্তমান সময়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মানবজীবনের পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রেও গভীরভাবে পড়ছে। কৃষিনির্ভর দেশ ভারতের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে কৃষি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু নির্বিচারে গাছ কাটা, প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস, কলকারখানার দূষণ এবং অতিরিক্ত ধোঁয়া নির্গমনের ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এর ফলেই দিন দিন বাড়ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর বিরূপ পরিবর্তন।

এই পরিস্থিতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কৃষিক্ষেত্রে সহনশীল চাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কৃষক ও বাগানপ্রেমীরা ইতিমধ্যেই নানা ধরনের পরীক্ষামূলক ও পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করে জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই অভিজ্ঞতা ও সচেতনতার বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমন্বয় ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার ‘জলবায়ু সহনশীল ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক সচেতনতামূলক শিবির ও মিলন মেলার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্টলের মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও তার ব্যবহার, কম জলে ফসল চাষ, পুষ্টি বাগান, আধুনিক ধান চাষ পদ্ধতি, বিজ্ঞানভিত্তিক ছাগল পালন, সুসমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা এবং দেশি প্রজাতির বীজ সংরক্ষণ সংক্রান্ত একাধিক মডেল প্রদর্শন করা হয়। উপস্থিত দর্শনার্থীদের এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয় এবং পরিবেশ সচেতনতার বার্তা তুলে ধরা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে পরিবেশ বিষয়ক কুইজ, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, আদিবাসী নৃত্য, গান ও আবৃত্তিরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে দুবরাজপুর বিধানসভার বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা বলেন, ‘সমাজ ও মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে প্রকৃতিকে বাঁচাতেই হবে। বেশি করে গাছ লাগাতে হবে এবং সাধারণ মানুষকে পরিবেশ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক বিধানসভার বিধায়ক অনুপকুমার সাহা, মহম্মদবাজার ব্লকের কৃষি অধিকর্তা প্রিয়া ধারা, দুবরাজপুর সন্তানন্দ শিশু ভারতীর প্রিন্সিপাল নূপুর চক্রবর্তী, টুমরোজ ফাউন্ডেশনের জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর অনুপম হাজরা, ডি আর সি এস সি-র চিফ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সোমজিতা চক্রবর্তী প্রমুখ।

সরকার পরিবর্তনের পর গতি পেল খুকুরদহ কজওয়ে প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী খুকুরদহ সেতুর পাশে বিকল্প কজওয়ে নির্মাণের কাজ নতুন করে গতি পেয়েছে। ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কের উপর অবস্থিত এই সেতুটি দীর্ঘদিন ধরে দুই জেলার মানুষের যাতায়াতের অন্যতম ভরসা। তবে সেতুটি দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। সেতুর দু'প্রান্তে হাইট বার বসিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যানবাহন চলাচল।

দুর্বলটি নদীর উপর অবস্থিত পুরনো সেতুটির বিকল্প হিসেবে পাশেই কজওয়ে নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে। প্রশাসনের পরিবর্তনের পর বর্তমানে সেই কাজে গতি এসেছে বলে জানা গেছে। বিশেষ করে খুকুরদহের অপর প্রান্ত যশোরা কালিবাজার এলাকায় দ্রুততার সঙ্গে নির্মাণকাজ এগোচ্ছে। দুই জেলার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতেই এই কজওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে প্রকল্প ঘিরে এলাকাবাসীর একাংশের মধ্যে অসন্তোষও রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ভরত রাউত ও সন্ন্যাসী সি-সহ অনেকে দাবি করেন, কজওয়ে নির্মাণের সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। তাঁদের আশঙ্কা, বর্ষাকালে নদীর জল কজওয়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে যান চলাচল ব্যাহত হবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ফের সমস্যার মুখে পড়বে। এছাড়াও কজওয়ে নির্মাণের জন্য নদীর দুই পাড়ে থাকা একাধিক অস্থায়ী দোকান ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। এর ফলে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জীবিকা হারিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি দ্রুত ও স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সঠিক পরিকল্পনা কজওয়ের নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কাটোয়ায় সরকারি সামগ্রী উদ্ধার

গ্রেপ্তার তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির দলীয় কার্যালয়ের ঠিক উল্টো দিকের একটি গুদামঘর থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমানে সরকারি সামগ্রী। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রাক্তন বিধায়ককে ঘিরে চোর চোর স্লোগান দিতে থাকে এলাকার মানুষ। স্থানীয়দের বিক্ষোভ সামলাতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীকে। পুলিশ রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জিকে গ্রেপ্তার করে।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূলের সভাপতি ও কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক। গ্রেপ্তার করার পর অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে ভর্তি করা হয় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে। ভর্তির পরেই মহকুমা হাসপাতালে এইচ ডি ইউ বিভাগে কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর চিকিৎসা শুরু হয়। অন্যদিকে, কাটোয়ার ত্রাণ পাচার কাণ্ডে দুই তৃণমূল কর্মীকে আটক করে তুলে পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। এক তৃণমূল কর্মী পালাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হয়। জখম তৃণমূল কর্মীকে বিজেপি কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। তৃণমূল কর্মীরা জনতার ধাওয়া খেয়ে দলীয় কার্যালয়ের পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বিজেপির কর্মীরা জানতে পেরে তল্লাশি শুরু করলে এক কর্মী পালাতে গিয়ে ছাদ থেকে নিচে পড়ে যায়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে পুলিশ।

লোডশেডিংমুক্ত খানাকুল গড়তে উদ্যোগী বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বন্যাপ্রবণ খানাকুল বিধানসভার দীর্ঘদিনের বিদ্যুৎ সমস্যা, ঘন ঘন লোডশেডিং এবং ভোল্টেজ ওঠানামার স্থায়ী সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা নিলেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতেই এবার বিদ্যুৎ পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তিনি।সম্প্রতি খানাকুলের বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে বৈঠক করেন বিধায়ক। বৈঠকে এলাকার বর্তমান বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, চাহিদা বৃদ্ধি, লোডশেডিংয়ের কারণ এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জানা গিয়েছে, খানাকুলে বিদ্যমান পাওয়ার স্টেশনের পাশাপাশি আরও দুটি নতুন সাবস্টেশন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নতিবপুর ১ নম্বর ও নতিবপুর ২ নম্বর অঞ্চলে এই দুটি সাবস্টেশন নির্মিত হবে।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্ষার সময় এবং বন্যার পরিস্থিতিতে খানাকুলের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়। পাশাপাশি বছরের বিভিন্ন সময়েও লো-ভোল্টেজ এবং অনিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবার কারণে সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের সমস্যার মুখে পড়তে হয়। সেই সমস্যা দূর করতেই নতুন সাবস্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, ‘২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় আমি খানাকুলবাসীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে বিদ্যুৎ পরিষেবার মান উন্নত করব এবং লোডশেডিং কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে আমি বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি। বর্তমানে খানাকুলে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধুমাত্র একটি পাওয়ার স্টেশনের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই আরও দুটি নতুন সাবস্টেশন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘নতিবপুর ১ ও ২ নম্বর অঞ্চলে সাবস্টেশন গড়ে উঠলে শুধু বিদ্যুৎ ঘাটতি কমবে না, ভোল্টেজ সমস্যারও স্থায়ী সমাধান হবে। এলাকার মানুষ আরও দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা পাবেন। কৃষিকাজ, ক্ষুদ্র শিল্প এবং ব্যবসার ক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমাদের লক্ষ্য হল খানাকুলের প্রতিটি পরিবারকে উন্নত ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া।’

ঝাঁঝরা কোলিয়ারিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ঝাঁঝরা কোলিয়ারির এম আই সি ইনক্লাইন খনিতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিক্ষোভে সামিল হলেন অসংগঠিত ঠিকা শ্রমিকরা। ন্যায্য বেতন, পিএফ ও ইএসআই চালুর দাবি-সহ খনির নিচে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে সরব হন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই তারা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করলেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। পাশাপাশি বেতন কাঠামোও অত্যন্ত কম, যার ফলে পরিবার চালাতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের। ঠিকা শ্রমিক হারাধন মণ্ডল ও বরুণ রায় জানান, ‘খনির নিচে কাজ করতে গিয়ে প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে, পাশাপাশি ন্যায্য বেতন, পিএফ ও ইএসআই চালু করতে হবে। বহুবার কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি।’ তাঁদের আরও দাবি, শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা। এই ঘটনাকে ঘিরে খনি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এখন দেখার শ্রমিকদের দাবির প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

নিলামের বিজ্ঞপ্তি

Achiievers Finance India Lmtd
CIN-U51909WB1996PTC082118
32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08, P: 033-6606 3000
E: gold@achieversind.com, W: **www.achiieversfinance.com**

এতদ্বারা আপনাদিগকে অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিতি শাখাগুলিতে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলির বন্ধক রাখা স্বর্ণালংকার 23/06/2026 তারিখে দুপুর 12.00টা থেকে জনগণের সামনে নিলাম করার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে। নিলামের স্থান সংশ্লিষ্ট শাখায় নিলাম করা হবে। নিলামের অংশগ্রহণকারীদের ফটো আইডি, প্যান এবং G.S.T সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে। নিলামের অংশগ্রহণ করার জন্য Rs.100000/- টাকা টোকেন প্রদান করতে হবে। সফল অংশগ্রহণকারীদের NEFT বা RTGS এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

ঠাকুরপুকুর ঃ 7842, 7851. কাকদ্বীপ ঃ 26926, 27290, 27341, 27347, 27478, 27547, 27588. Baruipur : 5441, 5442, 5443, 5445, 5447, 5480, 5497, 5530. বারুইপুর ঃ 4996, 5037, 5092, 5142, 5286, 5289, 5313, 5333, 5336, 5354, 5372, 5373. ক্যানিং ঃ 12737, 13087, 13092, 13102, 13103, 13107, 13120, 13123, 13133, 13137, 13140, 13144, 13151, 13163, 13314, 13324, 13325, 13332, 13345, 13354, 13366, 13402, 13408, 13420, 13566, 13567. ফুলিয়া ঃ 15125, 15126, 15130, 15133, 15143, 15144, 15147, 15148, 15149, 15152, 14240, 15590, 15592, 15596, 15815, 15829, 15834, 1547, 15849, 15851, 15862, 15867, 15869, 15870, 15883, 15886, 15893, 16171, 16177, 16181, 16182, 16183, 16191, 16220, 16221, 16225, 16230, 16245, 16248, 16250, 16251, 16257, 16259, 16262, 16264, 16266, 16267, 16268, 16590, 16601, 16602, 16603. ডায়মন্ডহারবার ঃ 6424, 6440, 6484, 6500, 6512, 6599, 6611, 6612, 6631, 6638, 6646, 6662. যাদবপুর ঃ 1162, 1184. বারাসাত ঃ 1078, 1079, 1083, 1084, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 1095, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 1117, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132. দমদম ঃ 783, 788, 789, 790, 791, 799, 800, 804, 805, 807, 809, 818, 818, 819, 820, 823, 828, 832, 834, 835, 836, 837, 840, 843, 851, 854, 855, 859, 862. সোদপুর ঃ 542, 604, 639. নয়াপল্লী (ভুবনেশ্বর) ঃ 1505, 1623, 1647, 1761. কান্তচৌরাহ (জয়পুর) ঃ 823, 825, 828, 829, 831, 835, 836, 837, 839, 845, 846, 848, 851, 856, 857, 923, 935, 971. VKIA (জয়পুর) ঃ 383, 386, 421, 440, 448. চন্দনগর (হায়দ্রাবাদ) ঃ 5.

বিঃদ্রঃ যদি কোনো কারণে এই নিলাম প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না হয় তাহলে তা 30/06/2026 তারিখে পুনরায় সম্পন্ন হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে, তাহলে নিলাম কেন্দ্রে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.achiieversfinance.com) প্রদর্শন করা হবে। নিলামের বিস্তারিত নীতি জানতে দরদাতারা Company Website (www.achiieversfinance.com) পরিদর্শন করুন। গ্রাহকগণ নিলামের তারিখের আগে স্বর্ণালংকার ছাড়িয়ে নিতে পারেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : 03/06/2026

Achiievers Finance India Lmtd
32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08

শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সোসাইটি

৪২, শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, ফোন – ৮৪৭৯০৮৮৮৯৯
দ্বারা আয়োজিত

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি অস্ত্রোপচার শিবির

আগামী ২১.০৬.২০২৬, রবিবার সকাল ৮.৩০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত উপরোক্ত মন্দিরে এম.পি. বিড়লা আই ক্লিনিক-এর (বেল ভিউ নার্সিং হোম-এর একটি ইউনিট) মেডিকেল টিম দ্বারা পরিচালিত হবে। যাঁরা আগ্রহী তাঁরা মন্দিরের গ্রাউন্ড ফ্লোর কার্যালয়ে সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৪.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টার মধ্যে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করান। অপারেশন এম.পি. বিড়লা আই ক্লিনিকে সম্পন্ন হবে। রোগীদের ইন্ট্রাওকুলার লেন্স, ওষুধ, কালো চশমা এবং পুনরায় চেক-আপ প্রদান করা হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় পরিচয়ের প্রমাণের জেরক্স কপি আবশ্যিক।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক | punjab national bank

সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন,
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং (৪র্থতল), ক্যান্টনমেন্ট রোড,
জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১, www.pnbindia.in

লিজে প্রেমিসেসের জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক বিজ্ঞাপন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক - **গ্রাম এবং পো : স্বরূপপুর,** জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন -৭৪২১৬৬ তে লিজ/ভাড়ার ভিত্তিতে (কার্পেট এরিয়া ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট অগ্রাধিকার **একতলায়**) শাখা অফিসের জন্য প্রেমিসেসের আগ্রহী মালিকগণের কাছ থেকে দুই ডাক ব্যবস্থায় টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক ভিত্তিতে প্রস্তাব আহ্বান করছে।

খাম নং ১ : (টেকনিক্যাল বিড) সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল বিবরণ অর্থাৎ বিস্তারিত ঠিকানা, সাইট প্ল্যান, নির্মাণের স্পেসিফিকেশন, কার্পেট এরিয়া, পার্কিং স্পেস এবং মালিকানার প্রামাণ্যতা, মোবাইল নং ইত্যাদি।

খাম নং ২ : (ফিনান্সিয়াল বিড) প্রতি বর্গ ফুট ভাড়ার হার ইত্যাদি।

যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত সম্পূর্ণ প্রস্তাব দুই পৃথক খামে ‘টেকনিক্যাল বিড’ এবং ‘ফিনান্সিয়াল বিড’ শীর্ষাঙ্কিতভাবে উল্লিখিত ঠিকানায় সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **২১ দিনের** মধ্যে অর্থাৎ **২৩ জুন ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫ টার মধ্যে** পাঠাতে হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও দালালি/কমিশন দেওয়া হবে না। টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে আমাদের সার্কেল অফিস/বিও স্বরূপপুর/পিএনবি ওয়েবসাইট (**https://pnbindia.in**)। ব্যাঙ্ক লিজের দলিলের খসড়া পাওয়া যাবে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট থেকে যাতে আগ্রহী মালিকগণ লিজ দলিলের নিয়ম এবং শর্তাদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অসুবিধার কারণে দুঃখিত

তারিখ : ০৩.০৬.২০২৬
স্থান : মুর্শিদাবাদ
সার্কেল হেড

SBI | এসবিআই এইচএলসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)

৬৬, ব্যারাক রোড, পো - ব্যারাকপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১২০
ইমেল আইডি - sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং ৪৩৬৬৫৯৪৬৮১৫ (এইচবিএল) এবং ৪৩৬৬৬০৩৯৪৮৬ (সুরক্ষা), ৪৩৭৬৬৩৮০৯৪৫ (টপ-আপ লোন)

যেহেতু

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুর নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর (২০০২ এর ৫৪) রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৬.১১.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী সুরজিৎ বাগ, পিতা প্রয়াত দুলাল বাগ এবং শ্রীমতী রুবি বাগ, স্বামী প্রয়াত দুলাল বাগ ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ২০২, ৩য় তল, জীবন স্মৃতি অ্যাপার্টমেন্ট, পো - অভয়নগর, সমবায়পল্লী, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১২০৫। অন্য ঠিকানা : অভয়নগর, বালি জগাছা, পো - অভয়নগর, সমবায়পল্লী, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১২০৫** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৭,১৪,৫৫৭.০০ টাকা (সতের লাখ চোদ্দ হাজার পাঁচশ সাতান্ন টাকা) ০৬.১১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১ জুন ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুর** নিকট বকেয়া **১৭,১৪,৫৫৭.০০ টাকা (সতের লাখ চোদ্দ হাজার পাঁচশ সাতান্ন টাকা) ০৬.১১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।

ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং **২০২** পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৫৮১ বর্গফুট** ৩য় তলে, “**জীবন স্মৃতি অ্যাপার্টমেন্ট**”, জমির পরিমাপ এরিয়া **৫ কাঠা,** মৌজা- বালি, জেএল নং ১৪, সিএস দাগ নং ২৬৬, আরএস দাগ নং ২৬৬/২০০২২, এলআর দাগ নং ৩৭২, এলওপি নং ১১৬, এলআর খতিয়ান নং ৭৬৩৫, অবস্থিত দুর্গাপুর অভয় নগর গ্রাম পঞ্চায়েত ২ অধীন, থানা : নিশ্চিন্দা, জেলা : হাওড়া, **দলিল নং ০৫০২০৩০৩৮, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৭,** পৃষ্ঠা ৮৫৮২৬ থেকে ৮৫৮৬০ -২০১৭ সালের, এডিএসআরও -হাওড়া।

সম্পত্তি শ্রীমতি রুবী বাগ, স্বামী প্রয়াত দুলাল বাগ এবং শ্রী সুরজিৎ বাগ , পিতা প্রয়াত দুলাল বাগ এর নামে।

ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : এলওপি নং ১১৫, **দক্ষিণে :** ১২ ফুট কলোনি রোড। **পূর্বে :** ২১ ফুট কলোনি রোড। **পশ্চিমে :** এলওপি নং ১১৩।

ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা। **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং ২০৩। **পূর্বে :** খোলা জায়গা। **পশ্চিমে :** ফ্ল্যাট নং ২০১।

তারিখ : ০১.০৬.২০২৬
স্থান : বালি
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে
অভিজিৎ হাজারিবাগ টোল রোড লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজি অফিস : এফই-৮৩, সেক্টর -৩ সল্ট লেক সিটি, একতলা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৬
প্রধান অফিস : ৭৯/৪ প্রশান্ত নগর, আজনি, নাগপুর ৪৪০০১৫, মহারাষ্ট্র ভারত
CIN : U45209WB2010PLC149763

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **অভিজিৎ হাজারিবাগ টোল রোড লিমিটেডের (দেউলিয়াগ্রস্ত) (“কর্পোরেট ডেটর”)** নিম্নোক্ত সম্পদ বিক্রির জন্য মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ **০৭.১১.২০২২,** ২০১৬ সালের (কোড) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে বিক্রির জন্য লিকুইডেটর নিযুক্ত হয়েছেন।

কর্পোরেট ডেটরের নিম্নোক্ত সম্পদ যা দেউলিয়াগ্রস্ত এস্টেটের অংশ হিসেবে ২০১৬ সালের আইবিসি এর ৩৫(এফ) অধীনে এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’, ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে এবং ‘পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত’** ২০১৬ সালের (কোড) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে এবং ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন অধীনে লিকুইডেটর কর্তৃক বিক্রির জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে।

ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com অধীনে ই-নিলাম সম্পাদিত হবে

ক্রম নং	বিক্রয় অধীন সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১.	জমি : অকৃষি খোলা দায়মুক্ত জমি পরিমাপ ২৩০.০০ বর্গ মিটার , প্লট নং ৬৮, সার্ভে নং ৩৩২/এ-৩৩৪/এ-৩৩৮/এ।মৌজা : জাপ, তালুক - সুধাগড়, জেলা : রায় গড়, মহারাষ্ট্র, ভারত	২.০১ লাখ টাকা (দুই লাখ এক হাজার টাকা)	২০,১০০.০০ টাকা (কুড়ি হাজার একশো টাকা)	৫,০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	আবেদনের শেষ তারিখ	সোমবার, ২২.০৬.২০২৬
২.	পর্যবেক্ষণ এবং ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	সোমবার, ২২.০৬.২০২৬
৩.	নিলামের তারিখ এবং সময়	বুধবার ২৪.০৬.২০২৬ সময় : সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
৪.	উপযুক্ত ডাকদাতার ঘোষণার তারিখ	বৃহস্পতিবার, ২৫.০৬.২০২৬

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য :

১. বিক্রয়টি “**যেখানে যেমন আছে**”, “**যেখানে যা আছে**”, “**যেমন অবস্থায় আছে**”, “**যা কিছু আছে**” এবং “**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**” হবে।
২. প্রস্তাবিত বিক্রয়টি লিকুইডেটর, কর্পোরেট দেনাদার বা স্টেকহোল্ডারদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার প্রতিনিধিত্ব, ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই করা হচ্ছে।
৩. আগ্রহী আবেদনকারীরা সম্পূর্ণ **ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিটি** দেখতে পারেন, যেখানে ই-নিলাম বিড আবেদনপত্র, ঘোষণা ও অঙ্গীকারপত্র, অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফর্ম এবং সম্পদ বিক্রয় সম্পর্কিত শর্তাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত নথি, সমস্ত প্রযোজ্য নিয়ম ও শর্তাবলী সহ, সম্ভাব্য দরদাতারা নিলাম আইডি ব্যবহার করে ব্যাংকনেট পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করে, **cirp.ahtrl@gmail.com**-এ লিখে, অথবা +৯১ ৯১০১২৯৫৯১৫ নম্বরে লিকুইডেটর শ্রী নির্মল কুমার আগরওয়ালের সাথে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করতে পারবেন।
৪. আগ্রহী দরদাতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত প্রাসঙ্গিক নিয়ম ও শর্তাবলী বাধ্যতামূলকভাবে পড়ে এবং তাতে সম্মত হয়ে অংশগ্রহণ করবেন এবং তদনুসারে, ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করবেন।
৫. এতদ্বারা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে এবং এটি বিক্রয় সম্পন্ন করার জন্য লিকুইডেটর-এর উপর কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে না। লিকুইডেটর তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার স্বার্থে ই-নিলামের সময়সীমা সহ যেকোনো শর্তাবলী বর্ধিত/স্থগিত/বাতিল এবং/অথবা সংশোধন বা মুছে ফেলার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং/অথবা নিলামের যেকোনো পর্যায়ে কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বা কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো দর প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখেন।
৬. কোডের ৩৫ ধারার (এফ) উপধারার শর্তানুযায়ী, আগ্রহী দরদাতা কোডের ২৯এ ধারায় (যা সময়ে সময়ে সংশোধিত) নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হলে দরপত্র জমা দেওয়ার যোগ্য হবে না।
৭. অনলাইন নিলাম শেষ হওয়ার পর যে দরদাতা সর্বোচ্চ দর জমা দেবে, তাকে লিকুইডেটরের অনুমোদন সাপেক্ষে সফল বলে ঘোষণা করা হবে।
৮. বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার পর, ক্রেতাকে দরপত্র সফল ঘোষিত হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ (ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, ৩০ দিনের পরে পরিশোধ করা হলে ১২ শতাংশ হারে সুদ প্রযোজ্য হবে। যদি ক্রেতা সময়মতো অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে ততদিনে জমা করা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলাম করা হবে।
৯. পোর্টালে নিবন্ধন সংক্রান্ত যেকোনো সহায়তার জন্য অথবা দরপত্র প্রক্রিয়ার সময় উদ্ভূত সমস্যার জন্য, দরদাতারা ব্যাংকনেট সাপোর্ট টিমের সাথে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন :
ইমেল support.baanknet@psballiance.com, হেল্পলাইন নম্বর +৯১-৮২৯১২২০২২০
১০. সমস্ত জিজ্ঞাসার জন্য অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে **cirp.ahtrl@gmail.com, nirmalagarwal123@rediffmail.com** -এ যোগাযোগ করুন।

স্বা/- সিএ নির্মল কুমার আগরওয়াল
লিকুইডেটর - অভিজিৎ হাজারিবাগ টোল রোড লিমিটেড
(রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P02112/2020-2021/13380)
শ্রী কুঞ্জ, ৮৩ গোলাঘাটা রোড, শ্রীভূমি,
উত্তর ২৪ পরগনা (কলকাতা) পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪৮

তারিখ : ০৩-০৬-২০২৬
স্থান : কলকাতা
ইমেল আইডি : cirp.ahtrl@gmail.com, nirmalagarwal123@rediffmail.com
ফোন : +৯১ ৯১০১২৯৫৯১৫

বাড়ি থেকে উদ্ধার স্বাস্থ্য প্রকল্পের বিভিন্ন সরঞ্জাম

পালানোর পথে গ্রেপ্তার কালনার প্রাক্তন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কালনায় প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে সোমবার রাতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হল ট্রাইসাইকেল, স্ট্রেচার-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের সরঞ্জাম। এরপরেই দেবপ্রসাদ বাগকে গ্রেপ্তার করে কালনা থানার পুলিশ। পূর্ব বর্ধমানের কালনায় এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। কালনার প্রাক্তন বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগের বাড়িতে মঙ্গলবার সকাল থেকে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। গ্রেপ্তার হওয়া কালনা ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রণব রায়কে সঙ্গে নিয়েই এই তল্লাশি চালানো হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ির সামনে মোতায়েন করা হয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। গোটা এলাকা নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়। উল্লেখ্য, এর আগেই প্রণব রায়ের দলীয় কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়ে সরকারি বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে ছিল ট্রাইসাইকেল, স্ট্রেচার-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের সরঞ্জাম। ওই ঘটনায় তাঁকে গ্রেফতার করে কালনা থানার পুলিশ। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই এবার প্রাক্তন বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় বলে সূত্রের দাবি। যদিও তল্লাশি শেষে কী কী উদ্ধার হয় সে বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানানো হয়নি। সারারাত তল্লাশি চালিয়েও তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। অবশেষে ভোররাতে খবর পুলিশে খবর পায়, পাণ্ডুয়া দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন দেবপ্রসাদ বাগ। কালনা-পাণ্ডুয়া রোডের বর্ডার থেকে প্রাক্তন বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগকে ভোর রাতে কালনা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ, কাঠগড়ায় চণ্ডী গ্রামের উপপ্রধান

দেবাশিস দে

আমতলা: নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতলা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর-২ ব্লকের চণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হাবিবা বিবি ও তাঁর স্বামী মফিউদ্দিন শেখকে ঘিরে একাধিক অভিযোগ সামনে আসায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি আয়কর দপ্তরের তদন্ত শাখার কাছে জমা পড়া একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে বলে দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযোগে হাবিবা বিবির বিরুদ্ধে আয়বহির্ভূত সম্পত্তি অর্জনের দাবি তোলা হয়েছে। অভিযোগকারীর দাবি, ২০১৮ সালে পঞ্চায়েতের দায়িত্বে আসার পর থেকেই হাবিবা বিবি ও তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে তিনি চণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। অভিযোগে বলা হয়েছে, গত কয়েক বছরে পরিবারের নামে একাধিক মূল্যবান জমি, বহুতল আবাসন, দামী গাড়ি এবং বিপুল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি গড়ে উঠেছে, যার সঙ্গে তাঁদের পরিচিত আয়ের উৎসের সামঞ্জস্য নেই। অভিযোগকারী একাধিক জমির দলিল ও অন্যান্য নথি আয়কর দপ্তরের কাছে জমা দিয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। আয়কর সূত্রের দাবি, অভিযোগের ভিত্তিতে সম্পত্তি ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যের প্রাথমিক যাচাই ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে দপ্তরের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। শুধু আয়বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগই নয়, উপপ্রধানের স্বামী মফিউদ্দিন শেখের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ প্রশাসনের নজরে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃপারামপুর মৌজায় একটি পুকুর বেআইনিভাবে ভরাট করার অভিযোগের ভিত্তিতে বিষ্ণুপুর থানায় একটি এফআইআর রুজু হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে তদন্তাধীন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ খালের উপর থাকা সমস্ত বেআইনি স্থায়ী ও অস্থায়ী নির্মাণ অপসারণ করে জলপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখার নির্দেশ দিলেও সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযোগ আরও, খালের উপর নির্মিত বিভিন্ন কাঠামো সাধারণ মানুষের কাছে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা হচ্ছে। এই বিষয়েও বিষ্ণুপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে।

হেলমেট পরিয়ে আদালতে পেশ খোকন দাসকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এলাকায় তোলাবাজি ও ভোটের আগে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে নানান হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় বর্ধমান দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক খোকন দাস। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তে নেমে প্রয়াগরাজ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় প্রাক্তন বিধায়ক খোকন দাসকে। সোমবার তাকে বর্ধমান থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খোকন দাসের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, হুমকি দেওয়া, বেআইনিভাবে জলাজমি ভরাট, জমি দখল-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ট্রানজিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বর্ধমানে নিয়ে আসা হয়। সোমবার তাঁকে বর্ধমান থানায় রাখা হয়। পুলিশের দাবি, একাধিক মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মঙ্গলবার ধৃত প্রাক্তন বিধায়ককে আদালতে পেশ করে বর্ধমান থানার পুলিশ। আদালতে পেশ করার সময় তার উপর যাতে হামলা না হয় তাই তার মাথায় হেলমেট পরিয়ে দেয় পুলিশ। আদালতে তোলা হলে খোকন দাসকে ৬ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে বিচারক।

খণ্ডঘোষে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: খণ্ডঘোষ বিধানসভার ৫ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে সগড়াই সম্প্রীতি হলে একটি সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মণ্ডল সভাপতির উদ্যোগে আয়োজিত এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ২৭ মে নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। সেই উপলক্ষে তাঁর সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে জুন মাসজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বিজেপি। এদিনের বৈঠকে ওই কর্মসূচিগুলি কীভাবে সফলভাবে পালন করা হবে এবং সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের সাফল্য কীভাবে তুলে ধরা হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি শম্পা মাথুর, পাঁচ নম্বর মন্ডলের সভাপতি কৌশিক আশ, মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক অজিত সাঁতরা, মণ্ডল সহ-সভাপতি শ্রীকান্ত মণ্ডল, সম্পাদক কুন্তল রায়, বিজেপি নেতা রথীন রায়-সহ মণ্ডলের অন্যান্য কার্যকর্তারা।

অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপ করতে এসে অসুস্থ উপভোক্তারা

উত্তেজনা মেমারি পৌরসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই মহিলাদের আর্থিক সাহায্যের জন্য শুরু হয় অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপের কাজ। সেইমতো মেমারি পৌরসভার একটি সেডে চলছিল সেই কাজ। বাইরের তীব্র গরম আর মাথার ওপরে কংক্রিটের সেড থাকায়। উপভোক্তাদের জন্য জল এবং পাখার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু মেমারি পৌরসভার পক্ষ থেকে কোনো রকম ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ। যখন লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ফর্ম ফিলাপের কাজ করা হয়েছিল তখন কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে পাখা জল এবং টিফিনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপের সময় তা পাওয়া যায় নি। এরপরই উপভক্তদের মধ্যে ফর্ম ফিলাপ করার সময় গরমে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর তারপরেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন উপভোক্তারা। এরপরই তারা পৌরসভার নামাঙ্কিত চেয়ারম্যানের দুটি ফলক ভেঙে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মানব গুহ। তিনি পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এরপর জনরোষ থেমে যাওয়ার পর সেখানে পৌর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফ্যান এবং জলের ব্যবস্থা করা হয়।

২০ বছর ধরে বিজেপির পতাকা বয়ে চলেছেন আড়াই ফুটের নব

মনোজ চক্রবর্তী

আমতা: নবকুমার পাত্র। বয়স ৪০। উচ্চতা আড়াই ফুটের কাছাকাছি। বাড়ি হাওড়ার আমতা থানা এলাকার খড়িয়প উত্তরপাড়ায়। বাড়িতে মা ও দিদি রয়েছেন। মা ও দিদি টুকিটাকি কাজ করে সংসার চালান। বাড়িতে নিত্য অভাব। অথচ নিজের উচ্চতার জন্য তেমন কোনও কাজ করে ওঠা হয়নি। এ হেন নববাবু টুকটাক কাজ করেই নিজের খরচটুকু চালান। খড়িয়প গ্রামের সব মানুষই এক ডাকে তাঁকে চেনে। সদা মিষ্টভাষী আড়াই ফুটের নববাবু যেখানেই যান, বিজেপি পতাকা বহন করেন। কাঁধে এক টুকরো বিজেপির পতাকা নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা নিজের কাজে মত্ত থাকেন। কখনো পার্টির কাজে, তো কখনও অন্যের বিপদে ছুটে যাওয়া। দিন শেষে ঘরে ফিরে একটু ঘুম। এ হেন নববাবুকে ও গত বিধানসভার আগে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা টিপ্পনী কাটতে ছাড়েনি। এমনকী 'কেন এসবের মধ্যে জড়াচ্ছিস' বলে পরোক্ষভাবে হুমকিও শুনতে হয়েছে তাঁকে। এবার বিজেপির জয়ে নববাবুর কুড়ি বছর ধরে বুকের মধ্যে বয়ে বেড়ানো স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। বিজেপি অন্তপ্রাণ নবকুমার পাত্র প্রসঙ্গে আমতার বিধায়ক অমিত সামন্ত জানিয়েছেন, 'এনাদের মতো কর্মীরা আছে বলেই আমি বিধায়ক। সরকারে বিজেপি।'

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Bank of India BOI
হাওড়া জোনাল অফিস, রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৫, বিটিএম সরণি, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১, ফোন - ০৩৩২২৬২৩৫২৮/৩৫৩৩

পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,-এর সমুদয় বকেয়া এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
জামিনদত্ত সম্পত্তি, ঋণগ্রহীতা, বিজ্ঞপ্তি এবং বকেয়া পরিমাণের বিস্তারিত।

শাখা/অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	জামিনদত্ত ঋণ/পরিমাণ বকেয়া	দাবি নোটিশের তারিখ এবং প্রতীকী দখলের তারিখ
শাখা : চুঁচুড়া ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রীমতি অনিন্দিতা চৌধুরী।	সংশ্লিষ্ট সকলঅংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা পাকা বসবাসের ভবন সিমেন্টের মেঝে পরিমাপ কমবেশি ৭৪১.৮২ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : চুঁচুড়া, এলআর প্লট নং ৫৬৮১, এলআর খতিয়ান নং ১৫৭৭২,জেএল নং ২০, ডোর নং ৫৬ মোঘলতুলি,ওয়ার্ড নং ২০, পো এবং থানা : চুঁচুড়া, হুগলি, পিন ৭১২১০১, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি অনিন্দিতা চৌধুরী এর নামে। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** অপর্ণা বর্মণের খালি জমি। **দক্ষিণে :** তমাল দাসের খালি জমি। **পূর্বে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং তমাল দাসের ভবন। **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।	১৬,০৯,০০৩.৪৯ টাকা পরবর্তী সুদ সহ	দাবি নোটিশের তারিখ ০৫.১২.২০২৫ প্রতীকী দখলের তারিখ ৩০.০৫.২০২৬

তারিখ : ৩০.০৫.২০২৬
স্থান : চুঁচুড়া

স্বা/ চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

SBI
এসবিআই এইচএলসি সাউথ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, "উইন্ডসোর হাইটস" ২৭৭ উত্তর কুমড়োখালি,
ইএম বাইপাস, কলকাতা - ৭০০১০৩, ইমেল - sbi.16286@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসার : নাম : মন্টু কুমার মন্ডল, মো : ৯৬৭৪৭১২৮৬৯/৯৮৩০৩৩৯৯০৭ ইমেল আইডি : sbi.16286@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিস্তারিতয় সম্পূর্ণভাবে বিস্তারিত আছে) এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ০৬.০৭.২০২৬ সময় ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১	**শ্রী স্নেহাশীষ দাস** পিতা প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস, **শ্রীমতি চন্দনা দাস** স্বামী শ্রী স্নেহাশীষ দাস **ঠিকানা ১)** পি-৪০, প্রগতি এভিনিউ, রায়নগর, (প্রগতি সংঘ ক্লাবের নিকট, পো এবং থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৭০। **ঠিকানা ২.** ফ্ল্যাট নং টি২, চারতলা, ব্লক জে, **"মা অ্যাপার্টমেন্ট"**, প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর,পো এবং থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৭০। **ঠিকানা ৩ :** ফ্ল্যাট নং টি১, চারতলা, ব্লক জে, **"মা অ্যাপার্টমেন্ট"**, প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর,পো এবং থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৭০।	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি২, লিফট সুবিধা সহ চারতলায় (দক্ষিণ-পূর্ব পশ্চিম দিকে) পরিমাপ আনুমানিক ৯৪২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, এক বারান্দা, মার্বেল মেঝে, একতলা এবং তিনতলা ভবন নাম পরিচিত মা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক জে, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর, ওয়ার্ড নং ১১২, পো : বাঁশদ্রোণী, থানা : বাঁশদ্রোণী, পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৭০, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। অতিরিক্ত এবং জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর অধিক্ষেত্রে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগতদখলের অধিকার **সহ । সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ২০৭৩, **দক্ষিণে :** তাপস নস্কর এর জমি। **পূর্বে :** হরপ্রসাদ দত্ত এর জমি। **পশ্চিমে** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **দলিলের বিস্তারিত :** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০২৩ পৃষ্ঠা ৬০৯৭২ থেকে ৬১০০০, দলিল নং ১৬০৫০১৭০০-২০২৩ সালের, এডিএসআর আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী : ১. শ্রী স্নেহাশীষ দাস পিতা প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস,২. শ্রীমতি চন্দনা দাস স্বামী শ্রী স্নেহাশীষ দাস।**	৯৬,৯২,৬৪৮.০০ টাকা (ছিয়ানব্বই লাখ বিরানব্বই হাজার ছশো আটচল্লিশ টাকা) ৩০.১২.২০২৫ অনুযায়ী এবং ৩১.১২.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	সম্পত্তি ১ : ৪৭,১০,০০০ টাকা / ৪,৭১,০০০ টাকা / ১০,০০০ টাকা সম্পত্তি ২ : ৫২,৩৫,০০০ টাকা / ৫,২৩,৫০০ টাকা / ১০,০০০ টাকা

সম্পত্তি ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি১, লিফট সুবিধা সহ চারতলায় (উত্তর পূর্ব পশ্চিম) দিকে পরিমাপ আনুমানিক ৯৮৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি দুই বেড রুম,এক কিচেন,এক ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, এক বারান্দা, মার্বেল মেঝে, একতলা এবং তিনতলা ভবন নাম পরিচিত মা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক জে, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর, ওয়ার্ড নং ১১২, পো : বাঁশদ্রোণী, থানা : বাঁশদ্রোণী, পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৭০, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, । অতিরিক্ত এবং জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর অধিক্ষেত্রে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগতদখলের অধিকার সহ । **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ২০৭৩, **দক্ষিণে :** তাপস নস্কর এর জমি। **পূর্বে :** হরপ্রসাদ দত্ত এর জমি। **পশ্চিমে** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
দলিলের বিস্তারিত : নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০২৩ পৃষ্ঠা ৬০৯৪৪ থেকে ৬০৯৭১, দলিল নং ১৬০৫০১৬৯৯-২০২৩ সালের, এডিএসআর আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ।
স্বত্বাধিকারী : ১. শ্রী স্নেহাশীষ দাস পিতা প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস, ২. শ্রীমতি চন্দনা দাস স্বামী শ্রী স্নেহাশীষ দাস।

দখলের ধরণ : স্বত্ব **পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৯.০৬.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন
• ইচ্ছুক দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত অনুধাবন করতে।

তারিখ : ০৩.০৬.২০২৬
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৫.০৬.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য / খ) ইএমডি ১০ শতাংশ / গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : প্রয়াত বাসুদেব দাস, আইনি উত্তরাধিকারীগণ/ জামিনদাতা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী** **ক) শ্রীমতি কল্পনা দাস** (স্ত্রী এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা), **খ) শ্রী আশিস দাস** (পুত্র এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী) **গ) শ্রী দেবাশিস দাস** (পুত্র এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী) **ঘ) শ্রীমতি অনিমা দাস** (তপন দাসের স্ত্রী এবং কন্যা এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী)	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৭ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৪৩১ এবং ৪৩৩, আরএস দাগ নং ৭৩৭/৮৯৪, খতিয়ান নং ৫০১, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত **উল্লেখ্য দলিল নং আই-২৫৭৮-১৯৯৬ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** ২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭ এবং হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং আই-১২০-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** ৩) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭ এবং হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং আই-১২২-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** ৪) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭ এবং হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং আই-১২১-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে। সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	১,০৬,২২,১০৬.৯২ টাকা (এক কোটি ছয় লাখ বাইশ হাজার একশ ছয় টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা) ১৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ৪৫,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৫০,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৬.০৬.২০২৬ এবং ২২.০৬.২০২৬
দ্রষ্টব্য ১ : সম্পত্তি ক্রম নং ১ এবং ২ একই চৌহদ্দিতে অবস্থিত, ফলে ডাকদাতাদের ১ এবং ২ এর সম্পত্তির জন্য যৌথভাবে ডাক দিতে হবে। একক সম্পত্তির জন্য ডাক গৃহীত হবে না।				
২	**ঋণগ্রহীতা(গণ): শ্রী সুমিত কুমার বোস,** পিতা সুনীল কুমার বোস **এবং শ্রীমতি রাখী কুন্ডু,** স্বামী শ্রী সুমিত কুমার বোস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থতল, উত্তর-পূর্ব কোনে, ব্লক -২ ভবনের বসবাসের কমপ্লেক্স নাম এবং শৈলী কেশব ধাম কমপ্লেক্স, ২ বেডরুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ হল এবং ১ ব্যালকনি, নির্মিত চিহ্নিত অংশ বা জমির অংশে প্রথম তপশিলে লিখিত বর্ণিত মতে, এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ বালি পুরসভা অধীন প্রেমিসেস নং ৮০, লালা বাবু শায়র রোড, পো : বেলুড় মঠ, থানা বালি, জেলা হাওড়া, -৭১১২০২, ওয়ার্ড নং ১২। সম্পত্তি **শ্রী সুমিত কুমার বোস এবং শ্রীমতি রাখী কুন্ডু** এর নামে, **উল্লেখ্য দলিল নং ০৩৭৪৭-২০১০ সালের** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১২০৫ থেকে ১২৪৩, এডিএসআর , হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	১৯,০৩,৮৮০.০০ টাকা (উনিশ লাখ তিন হাজার আটশ আশি টাকা) ২৬.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং ২৭.১০.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ২০,০২,০০০.০০ টাকা খ) ২,০০,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০৬.২০২৬ এবং ২২.০৬.২০২৬
৩	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী অরিজিৎ মিত্র,** পিতা শ্রী গৌর মিত্র	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-২, ২য়তলে, জি-৩ তলা বসবাসের ভবনে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫৭ বর্গফুট কমবেশি এবং ১ কার পার্কিং স্পেস নং ১ পরিমাপ ১২০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, কে ড্রইং তথা ডাইনিং , এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমিতে অবস্থিত ফ্ল্যাট প্রেমিসেস নং ৩৭, নন্দী পাড়া, পো বাঁশদ্রোণী, থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১১৩-কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার এর অফিস আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, যেমন **হস্তান্তর দলিলে বর্ণিত মতে নং আই-১৬০৪০৫৪৮০-২০২৩ সালের, সম্পত্তি শ্রী অরিজিৎ মিত্র,** পিতা শ্রী গৌর মিত্র এর নামে। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	৩২,৪৪,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ) এবং ০৮.০৮.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ২৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০৬.২০২৬ এবং ২২.০৬.২০২৬
৪	**শ্রী অরূপ দত্ত,** পিতা শ্রী দুলাল চন্দ্র দত্ত	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ২/ডি, তিনতলায় উক্ত বহুতল ভবন পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৭২০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেডরুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং, ২ টয়লেট প্রিভি সহ, ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ৭ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত বহুতল ভবন অবস্থিত মৌজা ইছাপুর, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আরএস দাগ নং ৫১২০, ৫১১৯/৫৫৫৯ এবং ৫১১৯, এলআর দাগ নং ৮২৩৫, ৮২৩২ এবং ৮২৩৩, আরএস খতিয়ান নং ১২০৫ এবং ১৬৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২২৬৯, ৮২৪০/১, ৩৬৩১, ৩৭১২, ৭৬১৮, ৭৬৯৫, স্থানীয় উত্তর বারাকপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৮ (নতুন) অধীন, হোল্ডিং নং ৩০০, স্ট্র্যান্ড রোড, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৪৪ **স্বত্ব দলিল নং আই-০৮৩২৯/২০২২, সম্পত্তি শ্রী অরূপ দত্ত এর নামে। (সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	৩১,০৪,৪৬০.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ চার হাজার চারশ ষাট টাকা) ৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ০১.০২.২০২৩ থেকে বকেয়া	ক) ২৩,৩২,০০০.০০ টাকা খ)২,৩৩,২০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০৬.২০২৬ এবং ২২.০৬.২০২৬
৫	**ঋণগ্রহীতা(গণ) : মেসার্স এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম। অংশীদার(গণ) : ১. শেখ আবদুল আলম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **২. শেখ আবদুল সালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৩. শেখ আবদুল কালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৪ শেখ আবদুল মালেক,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৫. শ্রীমতি লুৎফা খাতুন,** স্বামী শেখ আবদুল মালেক।	রাইস মিলের জমি তদস্থিত ফ্যাক্টরি ভবন স্বত্ব দলিল ৩২৩৭ এরিয়া ০.৪২ একর, প্লট নং ৯৩/২০২(অংশ), জেএল নং ২৩৩, মৌজা- রানিচক, রাইস মিল জমি তদস্থিত ফ্যাক্টরি ভবন স্বত্ব দলিল ৩২১৭ এরিয়া ০.৪২ একর, প্লট নং ৯৩/২০২(অংশ), জেএল নং ২৩৩, মৌজা রানিচক,রাইস মিল জমি তদস্থিত ভবন স্বত্ব দলিল নং ৩২১৫ এবং রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি বিক্রয়ের জন্য ৪০৯, এরিয়া ৪.১৬ একর((পরিবর্তিত ৩.৯৯ একর), প্লট নং ৯৩/২০২ (অংশ) এবং ১২০, জেএল নং ২৩৩, মৌজা- রানিচক। সমুদয় সম্পত্তি **এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম** এর নামে। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের দখলীকৃত)। দ্রষ্টব্য ২ : ডিআরটি-১ উল্লেখ্য এসএ নং ৪২৩/২০২৩ উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে এসএ দায়ের করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	৪,৮২,৯৯,৭১৭.৪০ টাকা (চার কোটি বিরাশি লাখ নিরানব্বই হাজার সাতশ সতের টাকা এবং চল্লিশ পয়সা) ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ) ৩০.০১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ০৩.০১.২০২৫ এবং ০৫.০৩.২০২৫ তারিখে নিলাম বিক্রি থেকে প্রাপ্ত নিট পরিমাণ পরবর্তী	ক) ৩,২০,০৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩২,০০,৬০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০৬.২০২৬ এবং ২০.০৬.২০২৬
৬	**ঋণগ্রহীতা(গণ) : মেসার্স বাহার রাইস মিলস প্রা লি.। ডিরেক্টর(গণ) : ১. শেখ আবদুল আলম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **২. শেখ আবদুল সালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৩. শেখ আবদুল কালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৪ শেখ আবদুল মালেক,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৫. শ্রীমতি লুৎফা খাতুন,** স্বামী শেখ আবদুল মালেক।	ফ্যাক্টরি জমি পরিমাপ ৩৪ ডেসিমেল তদস্থিত পূর্ত নির্মাণ অবস্থিত গ্রাম রানিচক, পো আমড়াকুচি, থানা : কোতোয়ালী, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, মৌজা : রানিচক, দাগ নং ৯৩/২০২(অংশ), স্বত্বা -১৭, হাল খতিয়ান নং ২০৯ এবং ২১২, স্বত্ব দলিল নং ২১৪১/২০০৫ **সম্পত্তি শেখ আবদুল মালেক এবং শেখ আবদুল সালাম এর নামে। (সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বাধীনে)। দ্রষ্টব্য ৩ : মামলা বিবাদ নং ২০/আরসিএস-২০২৪ সালের-ডব্লুবিএস কো-অপা মার্কেটিং ফেডারেশন এলটিডি (বেনফেড) কর্তৃক দাখিলকৃত।**	১,৯০,১৬,৪৭৬.২০ টাকা (এক কোটি নব্বই লাখ ষোলো হাজার চারশ ছিয়াত্তর টাকা এবং কুড়ি পয়সা) ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ) ৩০.০১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ২০.০৫.২০২৪ এবং ০৩.০১.২০২৫ তারিখে নিলাম বিক্রি থেকে প্রাপ্ত নিট পরিমাণ পরবর্তী	ক)৬২,৪০,০০০.০০ টাকা খ) ৬,২৪,০০০.০০ টাকা গ)২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০৬.২০২৬ এবং ২০.০৬.২০২৬
দ্রষ্টব্য ৪ : ক্রম নং ৫ এবং ৬ এর অধীনে উল্লিখিত সম্পত্তি একই চৌহদ্দির মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন ব্যতীতই। ফলে সম্ভাব্য ডাকদাতাদের ক্রম নং ৫ এবং ৬ সম্পত্তির জন্য যৌথভাবে ডাক দাখিল করতে হবে। একক ডাক গৃহীত হবে না।				
৭	**ঋণগ্রহীতা (গণ) : শ্রী রাজীব দত্ত,** পিতা শ্রী রবীন্দ্রনাথ দত্ত **এবং শ্রীমতি অপর্ণা মাইতি** স্বামী শ্রী রাজীব দত্ত	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ২বিএইচকে ফ্ল্যাট নং বি-৪০১, ৫ম তলে, ভবনে নাম বি এন এম, পরিমাপ ঢাকা এরিয়া ৯০০ বর্গফুট এবং ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৮০ বর্গফুট, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৮, পুরানো খতিয়ান নং ২৭৫, নং ১৬৯৭, ১৬৯৮, ১৬৯৯, ১৭০০ এবং ১৭০১, অবস্থিত মৌজা- চিক্রান্ড, জেএল নং ৮১, থানা : চণ্ডীতলা, জেলা : হুগলি, নিত্য গ্রাম পঞ্চয়েত অধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস জনাই অধিক্ষেত্রে এবং জেলা রেজিস্ট্রি অফিশ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ। **উক্ত ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং বি ৪০২, লিফট এবং সিঁড়ি। দক্ষিণে : জনাই স্টেশন রোড এর খোলা জায়গা। পূর্বে : ফ্ল্যাট নং বি ৪০৩। পশ্চিমে : পঞ্চায়েত রোড এর খোলা জায়গা। সম্পত্তি **শ্রী রাজীব দত্ত** পিতা রবীন্দ্র নাথ দত্ত এবং **শ্রীমতি অপর্ণা মাইতি** স্বামী রাজীব দত্ত এর নামে **উল্লেখ্য দলিল নং ১-০৬০৫০২০৭৩-২০২১ সালের,** ভল্যুম নং ৬০৮-২০২১, পৃষ্ঠা ৪৯২২৩ থেকে ৪৯২৮০, নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর-জনাই, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	২১৪২৬৩৭.০০ টাকা (একুশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার ছশো সাঁয়ত্রিশ টাকা) ২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী ২৯.০৭.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ এবং ২৯.০৭.২০২৫ থেকে তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক)২২,১৫,০০০.০০ টাকা খ) ২,২১,৫০০.০০ টাকা গ)২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১১০২ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০৬.২০২৬ এবং ২০.০৬.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৩.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

নিট-কাণ্ডে ধৃত অধ্যাপকের বাড়িতে চলল বুলডোজার

পুণে, ২ জুন: নিটের প্রশ্নফাঁস-কাণ্ডে এবার মহারাষ্ট্রের পুণের ধৃত রসায়নের অধ্যাপক পিভি কুলকার্নির বাড়িতে বুলডোজার চালাল প্রশাসন। বুলডোজার দিয়ে অধ্যাপকের বাড়ির একটি অংশে ভেঙে দেওয়া হয়। স্থানীয় প্রশাসন দাবি করেছে, অবৈধ ভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল বাড়ির ওই অংশ। তাই ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ৩ মে সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা (নিট-ইউজি) পরীক্ষা হয়। তার পরই জানা যায়, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। গোটা দেশে হুলস্থুল পড়ে যায়। তার পরই ১২ মে নিটের পরীক্ষা বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। তদন্তে নেমে একের পর এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে যায়। ১৫ মে গ্রেপ্তার হন প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত কুলকার্নি। বাড়িতে গোপনে নিটের কোচিং করাচ্ছিলেন তিনি। সিবিআই সূত্রে খবর, লক্ষ টাকার বিনিময়ে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র তাঁর কোচিংয়ে পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে, এই অধ্যাপকই নিটের প্রশ্ন তৈরিতে গঠিত প্যানেলে ছিলেন।

জানা গিয়েছে, রাজ্যের বীড় জেলায় অধ্যাপকের বাড়িতে বুলডোজার চালানো হয়েছে। পুরসভা দাবি করেছে, অভিযুক্ত অধ্যাপকের বাড়ির যে অংশ ভাঙা হয়েছে, সেই নির্মাণের জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তার পরই নোটিস পাঠানো হয়েছিল অধ্যাপককে। বাড়ির ওই অংশ ভেঙে ফেলার জন্য বলা হয়েছিল। সতর্ক করা হয়। অভিযোগ, অধ্যাপক তার পরেও কোনও রকম পদক্ষেপ করেননি। তার পরই মঙ্গলবার অধ্যাপকের বাড়িতে পৌঁছেয় বুলডোজার। সঙ্গে ছিলেন পুরসভার আধিকারিকেরা। পুলিশ এবং পুরসভার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে অধ্যাপকের বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হয়।

রাতভর ইউক্রেনে হামলা রুশ বাহিনীর, হত অন্তত ১১

কিয়েভ, ২ জুন: সোমবার রাতভর ইউক্রেনে হামলা চালিয়েছে রাশিয়ার বিমান বাহিনী। কিভ, নিপ্রো, খারকিভ-সহ ইউক্রেনের প্রধান শহরগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন হামলা চালানো হয় বলে দাবি ইউক্রেনের। গার্ডিয়ানে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, রুশ বাহিনীর আক্রমণে এখনও পর্যন্ত ইউক্রেনে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও অনেকে। অনেকে আটকা পড়েন ধ্বংসস্তূপের নীচে। রুশ হামলার কারণে ইউক্রেনের রাজধানী কিভের অনেকাংশে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। সেখানকার বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা ডিটিইকে সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছে, তাদের কর্মীরা জরুরি পরিস্থিতিতে অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করছেন।

ইউক্রেনের বিমান বাহিনীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাশিয়া অন্তত ৭৩টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। ৬৫৬টি ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। রাশিয়ার লক্ষ্য ছিল কিভ, মধ্য ইউক্রেনের নিপ্রো, পূর্বের পোলতাভা, জাপোরিজিয়া এবং খারকিভ। তবে রুশ হামলা অনেকটাই ঠেকানো সম্ভব হয়েছে বলে দাবি ইউক্রেন সেনার। ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ৪০টি ক্ষেপণাস্ত্র, ৬০২টি ড্রোন ধ্বংস করেছে বলে তারা জানিয়েছে।

গ্রিন গোল্ড টিভির আত্মপ্রকাশ

নয়াদিল্লি, ২ জুন: গ্রিন গোল্ড টিভি স্যামসাং টিভি প্লাসে একটি ২৪ ঘণ্টার ফ্রি ও বিজ্ঞাপন-সমর্থিত শিশু ও পারিবারিক চ্যানেলের আত্মপ্রকাশ করেছে। যার মাধ্যমে তারা তাদের বিশেষভাবে বাছাই করা বিষয়বস্তু দেশজুড়ে নতুন দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। চলতি মাসেই ভারতের মৌলিক অ্যানিমেটেড বিনোদনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নির্মাতা, গ্রিন গোল্ড অ্যানিমেশন, স্যামসাং টিভি প্লাস- তাদের নিজস্ব 'ফ্রি অ্যাড-সাপোর্টেড স্ট্রিমিং টেলিভিশন' চ্যানেল 'গ্রিন গোল্ড টিভি',চালু করেছে। স্যামসাং টিভি ব্যবহারকারী পরিবারগুলোর জন্য সহজলভ্য এই চ্যানেলটি প্ল্যাটফর্মটির 'কিডস' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। এটি কোনো প্রকার সাবস্ক্রিপশন বা লগ-ইন-এর ঝামেলা ছাড়াই গ্রাহকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও সর্বদা সচল থাকে।

ময়দান

দিলীপ ঘোষকে সংবর্ধনা কুণাল সাহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ প্রগ্রেসিভ বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে সংবর্ধনা জানানো হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহ সচিব কুণাল সাহা। খেলাপ্রেমী কুণাল সাহা বর্তমানে কলকাতা জেলা বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি, আলিপুর জেলা বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। এছাড়াও তিনি যুক্ত রয়েছেন ডালহৌসি অ্যাথলেটি ক্লাব ও কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে। অনুষ্ঠানে রাজ্যজুড়ে খেলাধুলার উন্নয়ন,

তৃণমূল স্তরে বক্সিং পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং যুব প্রতিভাদের সামনে আরও সুযোগ তৈরি করা নিয়ে আলোচনা হয়। ভবিষ্যতে রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করার আশাবাদও প্রকাশ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রগ্রেসিভ বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে উড়িয়ে অনূর্ধ্ব-১৫ চ্যাম্পিয়ন হুগলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কল্যাণী বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট মেনস অনূর্ধ্ব-১৫ ওয়ান ডে টুর্নামেন্টের ফাইনালে একতরফা আধিপত্য দেখিয়ে শিরোপা জিতল হুগলি ডিএসএ। ফাইনালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডিএসএকে ১১৮ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের মুকুট নিজেদের মাথায় তুলে নিল হুগলির তরুণ ক্রিকেটাররা। ব্যাট ও বল;দুই বিভাগেই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে তারা প্রমাণ করে দিল, এই সাফল্য কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের ফল।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় হুগলি। শুরু থেকেই দলকে শক্ত ভিত গড়ে দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন অধিনায়ক আয়ুষ পান। পরিণত মানসিকতা ও অসাধারণ শট নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি এক প্রান্ত আগলে রেখে ইনিংস গড়ে তোলেন। ৯৬ বল মোকাবিলা করে ৮৮ রানের মূল্যবান ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৮টি চার ও ২টি ছক্কা। শতরান না-পেলেও দলের প্রয়োজনে খেলা এই ইনিংসই হুগলির বড় স্কোরের ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

আয়ুষের পাশাপাশি মিডল অর্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন অনীক গড়াই। শেষের দিকে দ্রুত রান তুলে মাত্র ৩৪ বলে ৪৭ রানের কার্যকর ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের ফলে নির্ধারিত ৪৫ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৪১ রানের লড়াকু সংগ্রহ দাঁড় করায় হুগলি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার হয়ে রুদ্র রায় বল হাতে সবচেয়ে সফল ছিলেন। তিনি চারটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষকে আরও বড় স্কোরে যেতে দেননি।

তবে রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকায় কোনও বড় জুটি গড়ে উঠতে পারেনি। অনিক হালদার ৪১ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেও অন্য প্রান্ত থেকে তেমন সমর্থন পাননি। ফলে প্রয়োজনীয় রানরেট ক্রমশ বেড়েই চলে।

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 71 to 79/2026-2027, Dated- 02-06-2026

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for Civil an Electrical works at Hooghly, Nadia, Murshidabad, South 24 PGS and Jalpaiguri District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **03-06-2026 after 09.00 am.** Bid submission end date- **16-06-2026 upto 3.00 pm.**

Date: 02.06.2026 Sd/- Executive Engineer/ General Manager

শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

ব্রিজ নং. ৩-এর গার্ডার স্থাপন সম্পর্কিত কাজের জন্য, শিয়ালদহ ডিভিসনের শিয়ালদহ-বিধাননগর রোড শাখায় আপ এবং ডাউন সাবার্বান লাইনে **০৬.০৬.২০২৬ তারিখ (শনিবার) রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিট থেকে ০৭.০৬.২০২৬ তারিখ (রবিবার) দুপুর ১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত ১৫ ঘন্টার ট্রাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের** সাথে আপ মেন লাইনে **১ ঘন্টার ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের** প্রয়োজন হবে। এর ফলে, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- **ট্রেন বাতিল [০৬.০৬.২০২৬ তারিখ (শনিবার)]ঃ শিয়ালদহ-নৈহাটিঃ আপ** ৩১৪৪৩, ৩১৪৪৫, ৩১৪৪৭/**ডাউন** ৩১৪৪২, ৩১৪৪৬, ৩১৪৫০। **শিয়ালদহ-রানাঘাটঃ আপ** ৩১৬৩১/**ডাউন** ৩১৬৩৬। **শিয়ালদহ-বনগাঁ জং.ঃ আপ** ৩৩৮৪৯/**ডাউন** ৩৩৮৫৬। **শিয়ালদহ-শান্তিপুরঃ আপ** ৩১৫৩৩/**ডাউন** ৩১৫৩৮। **শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্তঃ আপ** ৩১৩৩৯, ৩১৩৪৩/**ডাউন** ৩১৩৩৮, ৩১৩৪০। **শিয়ালদহ-ডানকুনিঃ আপ** ৩২২৪৯/**ডাউন** ৩২২৫২। **ট্রেন বাতিল [০৭.০৬.২০২৬ তারিখ (রবিবার)]ঃ শিয়ালদহ-বনগাঁ জং.ঃ আপ** ৩৩৮২৫/**ডাউন** ৩৩৮২০। **শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্তঃ আপ** ৩১৩১১, ৩১৩১৩, ৩১৩১৭, ৩১৩১৯, ৩১৩২৩/**ডাউন** ৩১৩১২, ৩১৩১৪, ৩১৩১৬, ৩১৩১৮, ৩১৩২০, ৩১৩২২। **শিয়ালদহ-নৈহাটিঃ আপ** ৩১৪১১, ৩১৪৭১, ৩১৪১৫, ৩১৪১৯/ **ডাউন** ৩১৪১৪, ৩১৪১৮, ৩১৪২০, ৩১৪২৬। **শিয়ালদহ-হাবরাঃ আপ** ৩৩৬৫১, ৩৩৬৫৩, ৩৩৬৫৫, ৩৩৬৫৭/**ডাউন** ৩৩৬৫২, ৩৩৬৫৪, ৩৩৬৫৬, ৩৩৬৫৮। **শিয়ালদহ-গোবরডাঙ্গাঃ আপ** ৩৩৬৮১/**ডাউন** ৩৩৬৮২। **শিয়ালদহ-রানাঘাটঃ আপ** ৩১৬১৫, ৩১৬১৭, ৩১৬২৯/**ডাউন** ৩১৬১২, ৩১৬১৪, ৩১৬১৬। **শিয়ালদহ-বারাসাতঃ আপ** ৩৩৪৩১, ৩৩৪৩৫, ৩৩৪৩৭/**ডাউন** ৩৩৪৩২, ৩৩৪৩৮, ৩৩৪৪০। **শিয়ালদহ-দত্তপুকুরঃ আপ** ৩৩৬১৭/**ডাউন** ৩৩৬১২, ৩৩৬২২। **শিয়ালদহ-ডানকুনিঃ আপ** ৩২২১১, ৩২২১৫, ৩২২১৯, ৩২২২৭/**ডাউন** ৩২২১২, ৩২২১৬, ৩২২২০, ৩২২২৮। **শিয়ালদহ-ব্যারাকপুরঃ আপ** ৩১২১৩, ৩১২২১/**ডাউন** ৩১২১৪, ৩১২২২। **নৈহাটি-কল্যাণী সীমান্তঃ আপ** ৩১১৯১।
- **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ এবং সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু ঃ (১) ৩১৯২৬ ডাউন গেদে-শিয়ালদহ লোকাল** ০৬.০৬.২০২৬ তারিখে (শনিবার) ব্যারাকপুরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩১৯১১ আপ শিয়ালদহ-গেদে লোকাল** ০৭.০৬.২০২৬ তারিখে (রবিবার) ব্যারাকপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(২) ৩৩৮৫৮ ডাউন বনগাঁ জংশন-শিয়ালদহ লোকাল** ০৬.০৬.২০২৬ তারিখে (শনিবার) দমদম ক্যান্টনমেন্টে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৩৮১৫ আপ শিয়ালদহ-বনগাঁ জংশন লোকাল** ০৭.০৬.২০২৬ তারিখে (রবিবার) দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(৩) ৩১৫৪০ ডাউন শান্তিপুর-শিয়ালদহ লোকাল** ০৬.০৬.২০২৬ তারিখে (শনিবার) কল্যাণী-তে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩১৫১১ আপ শিয়ালদহ-শান্তিপুর লোকাল** ০৭.০৬.২০২৬ তারিখে (রবিবার) কল্যাণী থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(৪) ৩১৮৩৮ ডাউন কৃষ্ণনগর সিটি জংশন-শিয়ালদহ লোকাল** ০৬.০৬.২০২৬ তারিখে (শনিবার) রানাঘাটে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। **(৫) ৩১৩১৫ আপ শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত লোকাল** ০৭.০৬.২০২৬ তারিখে (রবিবার) নৈহাটি-তে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩০১২৮ ডাউন কল্যাণী সীমান্ত-মাঝেরহাট লোকাল** ০৭.০৬.২০২৬ তারিখে (রবিবার) নৈহাটি থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(৬) ৩১৫১২ ডাউন শান্তিপুর-শিয়ালদহ লোকাল** ০৭.০৬.২০২৬ তারিখে (রবিবার) নৈহাটি-তে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩১৫১৩ আপ শিয়ালদহ-শান্তিপুর লোকাল** ০৭.০৬.২০২৬ তারিখে (রবিবার) নৈহাটি থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।

ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে দেরি হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০১.০৬.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ টিএন-৯৫-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিক্ষেত্রাধীনে অন্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ মেন লাইনে ও ৬.৯১৯ কিমি ডিপ স্ক্রিনিং-এর জন্য বিসিএম মেশিন দ্বারা ডিপ স্ক্রিনিং কাজ এবং টিবিআর (পিঅ্যান্ডসি)-৪১ সেট। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯৬,২০,৮২৩.১৬ টাকা। **ইএমডিঃ** ৩,৯২,৪০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩ টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov. in**-তে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে। রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস অফ কন্ট্র্যাক্ট ২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।

(SDAH-60/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE AMLAI GRAM PANCHAYAT
BHARATPUR-I DEV. BLOCK
MURSHIDABAD
N.I.e.T NO:-01/AMLAI G.P/2026-27, Dated:-02/06/2026

Date of Publication of E-NIT:-03/06/2026 (FROM 11.00 a.m.), Document download start Date & Time:- 03/06/2026 (FROM 11.00 a.m.), Document download end Date & Time:- 20/06/2026 (1.00 p.m.), Bid submission start Date & Time:- 03/06/2026 (FROM 11.00 a.m.), Last date & time of online submission of Technical Bid and Financial Bid.:- 20/06/2026(1.00 p.m.), Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the Prodhan Amlai Gram Panchayat:- 22/06/2026 (2.00 p.m.). Details see:- **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Amlai Gram Panchayat

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM

1) NOTICE INVITING e -TENDER NO: WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme /NIT-01/2026-2027 Memo No:-490/PWD/BM/2026-2027, Dated-01.06.2026
Number of Work:-19 (Nineteen)
Sl. No. 1-19
Name of work: Installation of Submersible pump and Construction of Conservancy shed in different wards under Bolpur Municipality.
2) NOTICE INVITING e -TENDER NO: WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND /NIT-02/2026-2027 Memo No:-491/PWD/BM/2026-2027, Dated-01.06.2026
Number of Work:-20 (Twenty)
Sl. No. 1-20
Name of work: Different types of civil works under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission 12.06.2026 at 09:00 AM for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — ই-টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৬/২২, তারিখ ০২.০৬.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দঃপূঃ রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টারস অফিস (৬ষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ 'ই'-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেমের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা নিম্নলিখিতমতো ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সব টেন্ডার দুপুর ২টায় বন্ধ হবে।

ক্র নং	টেন্ডার নং	বন্ধের তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৪৩২৬৩০৩৩	১৬.০৬.২০২৬	সিলিকন রাবার কোটিং ইত্যাদি সহ মেটা আরামিড/প্যারা আরামিড ফেব্রিক নির্মিত বেলো সেট সরবরাহ	২৫২ সেট	৪,৬৪,৪৫০/-
২	৪৫২৬৩২০৮	১৪.০৭.২০২৬	৪.৫কেভিএ অল্টারনেটর ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত ইলেক্ট্রনিক রেক্টিফায়ার কাম রেগুলেটর ইউনিট (ইআরআরইউ)	৬৬ সংখ্যক	১,৯৫,৩৯০/-
৩	৩৮২৬৪০৮১এ	২২.০৬.২০২৬	৭টি সামগ্রী সমন্বিত এস্কর্ট ডিজাইন বিএমবিএস-এর ইআরভি (এপিএম) ডিভাইসের ওভারহলিং কিট	২৪৮০ সেট	১,৭৪,৬৬০/-
৪	৩৮২৬১৪৯৯	২৯.০৬.২০২৬	এএআর ধরনের কার্ট্রিজ রোলার বিয়ারিং-এর জন্য লকিং প্লেট	৩১৩২৯৬ সংখ্যক	১,৫৪,৯০০/-
৫	৩৮২৬৩০০২	০৬.০৭.২০২৬	অ্যাক্সল এন্ড স্টিল হাই টেন্সাইল ক্যাপ স্ক্রু (১" ব্যাস ৮ ইউএনসি-২এ, ২-১/৪" ফুল থ্রেড লেন্থ)	১৯৩৯৫০ সংখ্যক	১,৬৬,৩৯০/-
৬	৩৮২৬৩১৯৮এ	০৮.০৭.২০২৬	হ্যান্ড ব্রেক কেবল ব্যতিরেকে নর ব্রিমস ডিজাইন বিএমবিএস -এর জন্য বিল্ট ইন স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার সহ ১১ ইঞ্চি ব্রেক সিলিন্ডার	১৬০ সংখ্যক	১,৮৮,৮০০/-
৭	৩৮২৬৩১৯৯এ	১৩.০৭.২০২৬	হ্যান্ড ব্রেক কেবল সহ নর ব্রিমস ডিজাইন বিএমবিএস -এর জন্য বিল্ট ইন স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার সহ ১১ ইঞ্চি ব্রেক সিলিন্ডার	১৬০ সংখ্যক	২,০৭,৬৮০/-
৮	৩৮২৬১৫৬৫	১৭.০৭.২০২৬	ক্যাসনাব ২২ এনএলবি এবং ক্যাসনাব ২২ এইচএস বগির জন্য বগি সেন্টার পিভট বটম (স্ফিরিক্যাল ধরনের)	৩৪৫৮ সংখ্যক	৩,৪৯,৯৫০/-
৯	৩৩২৬০০৩২	০৬.০৭.২০২৬	ইন্টারকার গ্যাংওয়ে ব্রিজ মাউন্টিং কমপ্লিট ইত্যাদি	১৮০০ সংখ্যক	১,৫৪,৫৯০/-
১০	৩০২৬১৩৫২	০৮.০৭.২০২৬	ভার্টিক্যাল ইত্যাদির জন্য ডবল অ্যাক্টিং শক অ্যাবজরভার	১৭০০ সংখ্যক	১,৭১,৫৮০/-
১১	৩৩২৬৩৩৪৪	০১.০৭.২০২৬	দুই পিস ডিজাইন জলের ট্যাঙ্ক ইত্যাদি সমন্বিত কিট	৯৬ সেট	১,৭৬,৪৭০/-
১২	৪৫২৬৩১৩৩	২৯.০৬.২০২৬	এলএইচবি কোচের জন্য ৮.৫ কেভিএ আন্ডারস্লাং কন্সট্যান্ট ভোল্টেজ রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার	১০৬ সংখ্যক	৬,০১,৬৪০/-
১৩	আইএফ ২৫৬১৮৩সি	২৪.০৬.২০২৬	ফ্রিকশন বাফার স্টপের নকশা, সরবরাহ এবং চালু করা	২২ সংখ্যক	৩,৯৯,৭৯০/-
১৪	৬০২৬০০১৯	২৫.০৬.২০২৬	প্লেট স্ক্রু ইত্যাদির উৎপাদন এবং সরবরাহ	১০৭৭৫০ সংখ্যক	১,১১,৭৬০/-
১৫	৪০২৬১৫৯১	০৭.০৭.২০২৬	থিন ওয়াল্ড ইলেক্ট্রনিক বিম ইরাডিয়েটেড/কেমিক্যালি কিওর্ড ক্রশ লিকড় থিন ওয়াল্ড ফ্লেক্সিবল ইলাস্টোমেরিক কেবল ইত্যাদি	৩৬১৯ মিটার	১,৫৫,৭৭০/-
১৬	৩৩২৬৩২২০	২৩.০৭.২০২৬	এলএইচবি কোচ ইত্যাদির জন্য ডোর অ্যারেঞ্জমেন্টস আর.এইচ এবং এল.এইচ	৫০০ সেট	৫,৪৭,৫৬০/-
১৭	৩০২৬১৩৫০	১৮.০৮.২০২৬	সাইড বিয়ারার অন বগি ইত্যাদির জন্য ওয়্যারিং পিস	১১০০ সংখ্যক	২,০৮,২০০/-
১৮	২৫২৬৩৭৯০বি	১৬.০৬.২০২৬	ভাল্ব ডিস্ট্রিবিউটর ধরনের ইত্যাদি	১৩০ সংখ্যক	১,৩৭,৬১০/-
১৯	২৯২৬৩৬৭৪	২৪.০৬.২০২৬	হেডলাইটের তীব্রতার জন্য স্প্রিং লোডেড স্যুইচ	১০৮৩ সংখ্যক	১,৩৪,১৯০/-
২০	২৫২৬১২৭৭	২৯.০৬.২০২৬	রিভার্সার, ১৫০০ অ্যাম্পস ক্ষমতার ডব্লুআইটি ইত্যাদি	৫২ সংখ্যক	৩,২৬,০৯০/-
২১	২৯২৬৩০৭৯	০৭.০৭.২০২৬	কেবল লাগ-এর সেট	৬৩ সেট	১,১৫,৮৯০/-
২২	২৯২৬৩১৩৭	০৭.০৭.২০২৬	অয়েল সার্কিট ট্রান্সফর্মারের জন্য প্রেসার সেন্সর	৩৩২ সংখ্যক	১,৩৩,১২০/-
২৩	২৯২৬৩১৫৩	১৩.০৭.২০২৬	হেডলাইটের জন্য স্প্রিং লোডেড স্যুইচ	১১০৬ সংখ্যক	১,৩৩,২২০/-
২৪	২৯২৬৪৯৯২এ	২১.০৭.২০২৬	সম্পূর্ণরূপে অ্যাসেম্বল করা তাপমাত্রা সেন্সর	৪৪৬ সংখ্যক	১,৫৫,৫০০/-
২৫	২৯২৬৩০৬২	০৪.০৮.২০২৬	সেন্সর অয়েল সার্কিটের জন্য অ্যামপ্লিফায়ার	১৭০ সংখ্যক	১,০৮,৩৩০/-
২৬	২৫২৬৩৬২১	১১.০৮.২০২৬	মেটালাইজড কার্বন স্ট্রিপ ইত্যাদি	৫৫০৩ সেট	৮,৩৫,০৭০/-
২৭	১১২৬১০৯৭	১৭.০৮.২০২৬	কাপলার বডি (কেবল টিআর. সিবিসি-এর জন্য)	১৫৯ সংখ্যক	১,৬১,৩০০/-

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** অন্যান্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে এবং এর পরে প্রকাশিত কোনও সংশোধনীর জন্য সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-262)**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য ত যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
1st Corrigendum
The following changes of the NIET No. 02/e-Tender of 2026-2027 (Sl. No. 3, 4 & 5) of EE/BNHD has been made due to unavoidable circumstances. Bid submission closing date will be 08-06-2026 upto 11:30 AM. T. Id.- 2026_WBPWD_ 5014168_3, T. Id.- 2026_WBPWD_ 5014168_4, T. Id.- 2026_WBPWD_ 5014168_5. Detailed information/ download/ upload will be available from the Website http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Burdwan North Highway Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA- T9097(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Office of the Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub Division, P W (Roads) Directorate invites quotations for the supply of AC Motor/Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C on hire basis. Ref : NIQ No. 04/2026-2027 & Tender Id: 2026_WBPWD_5014803, Date: 01.06.2026 of AE, Kolkata MSD, PWR. Bid submission start date: 05.06.2026 at 11:00 A.M. Bid submission Last date up to 13.06.2026 at 11:00 A.M. Bid opening date: 15.06.2026 at 11:30 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer Kolkata Mechanical Sub Division P.W.(Roads) Directorate.
ICA- T9108(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE/BESD-II/ e-NIQ01/26-27, (Tender ID: 2026_WBPWD_5014776_1)
Online Tender is hereby invited by the the Assistant Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Division-II (Ground Floor R-13), Salt Lak Purta Bhavan, Kolkata- 700091 from the eligible contractors for the following works: Name of Work:1) Replacement of old 2X2 LED luminaries installed at Department of Sc and Tech at 4th Floor Bikash bhawan, Salt Lake, Kolkata. Bid submission start:10.06.2026 at 09:00 A.M. Bid Submission end: 17.06.2026, at 01:00 P.M. Bid Opening Date : 19.06.2026, at 01:30 P.M. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/-P. Karmakar, Assistant Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical sub-division-II.
ICA- T9114(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
1st Corrigendum
eN.I.T. No. 01 of 2026-27of the A.E., Bongaon Hwy. Sub-Divn., P.W.(Roads) Dte. T. ID: 2026_WBPWD_5014380_1-3. AE, Bongaon Hwy. Sub-Divn., P.W.(Roads) Dte., invites electronic tenders for 03 (Three) No. work. Documents download starting date 22-05-2026 from 05.00 p.m. Bid submission starting date 23-05-2026 from 11-00 a.m. Bid submission ending date 11-06-2026 at 3.00 p.m. Technical Bid Opening date 15-06-2026 at 3.00 p.m. Financial Bid opening date will be notified later. For more details of the eN.I.T., please visit departmental website www.wbtenders.gov.in Sd/- AE, Bongaon Hwy. Sub-Divn., P.W.(R)Dte.
ICA- T9095(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender DATE CORRIGENDUM is invited by the undersigned for the work "Annual maintenance contract for the entire electrical installation of Khadyashree Bhawan, Kolkata for the year 25-26 Re-insulation of chilled water pipeline & modification of pipeline support structures of AC Plant at Khadyashree Bhawan." e-TenderNo: WBPWD/AE/01/ PR/T/KCESD/I of 2026-27 and Tender ID: 2026_PWDE_5014121_1. Documents Submission end date 06.06.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I
ICA- T9086(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeT No. 02/ASDII of 2026-27, A.E, Alipore Sub-Division-II, PWD Name of Work- **i)** Repairing, painting along with other ancillary works in Flat No. 5B, at Ministers' Residence under Alipore Division, PWD during the year 2026-27. Rs. 321883.00. **ii)** Repairing, painting along with other ancillary works in Flat No. 6A, at Ministers' Residence under Alipore Division, PWD during the year 2026-27. Rs. 335815.00. **iii)** Repairing, painting along with other ancillary works in Flat No. 6B, at Ministers' Residence under Alipore Division, PWD during the year 2026-27. Rs. 352621.00. **iv)** Repairing, painting along with other ancillary works in Flat No. 4A, at Ministers' Residence under Alipore Division, PWD during the year 2026-27. Rs. 337147.00. **v)** Repairing, painting along with other ancillary works in Flat No. 8A, at Ministers' Residence under Alipore Division, PWD during the year 2026-27. Rs. 348760.00. **Bid Submission end date 09.06.2026 upto 15:00 P.M.** Tender ID : **2026_WBPWD_5014805_1 to 5.** Details will be available from the website **http://tenders.wb.gov.in** and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Alipore Sub-Division-II.
ICA- T9137(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
1st Corrigendum for extension of Bid Submission Date for NIeT 01 of 2026 27 (Sl. 01) of EE, ND, P.W. Dte. Tender Reference Number: WBPWD/EE/ND/ NIeT- 01/2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5014307_1. Last date of bid submission has been extended up to : 09/06/2026 up to 02:00 P.M. Further corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender document may be downloaded from: **http://tenders.wb.gov.in** Sd/-Executive Engineer, Nadia Division, P.W. Dte.
ICA- T9117(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER CORRIGENDUM
AE/RGKARESD/P.W.Dte. extends the online e-tender Bid submission date for the work "Replacement of Old damaged Distribution Boards under the jurisdiction of R G Kar MCHES-I." e-N.I.Q No.: 07/Q of 26-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5014163_1. Extended Bid Submission Closing Date (online): 10/06/2026 upto 4:00 P.M. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., R.G.Kar Electrical Sub-Division
ICA- T9099(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED DATE CORIGENDUM
TO NIT No.- (WBIW/EE/MDD-II/ e-NIT-03/EE/M.D. D-II of 2026-27 (3rd Call) .
Tender Id : 2026_IWD_1024227_1, 2026_IWD_1024227_5
As No. of Bids is less than 3 (Three), therefore for Sl. No.1,5 of this e-NIT, Bid Submission end Date is extended up to 09.06.2026 up to 11:30 A.M. Other details may be seen in the websites **www.wbiwd.gov.in**, **www.wbtenders.gov.in** and also in the office of the undersigned. Sd/- Executive Engineer Metropolitan Drainage Divn.No.II.
ICA- T9047(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
e-NOTICE INVITING TENDER
e-N.I.T No. WBIW/EE/CDOD / e-NIT 03/2026-27
e-Tender (online) is hereby invited by the undersigned for 3 (Three) nos. work of Bank Protection works & M/R to Wooden Bridge within jurisdiction of Sub-division II under CDOD, I & W Dte. amounting from Rs. 2.91 Lakh to 3.67 Lakh Document Download start date is 03.06.2026 at 15:00 hrs, Bid submission start date at 03.06.2026 at 15:00 hrs & Bid submission end date is 11.06.2026 till 11:00 hrs. For details please visit website **www.wbtenders.gov.in** Sd/- Executive Engineer Calcutta Drainage Outfall Division, Jalasampad Bhawan, 6th. Floor Salt Lake, Kolkata-700091 Tel. No.: 033-23217298 Email- **eecdod@gmail.com**
ICA- T9050(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI & DD e-NIT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL WRI & DD e-NIT Executive Engineer (Agri-Mechanical), Kalyani (Agri-Mechanical) Division, WRI & DD invites e-tender for following Works-Annual maintenance Contract & Replacement of Computer accessories of Office Computer under Kalyani (Agri-Mechanical) Division, vide e- NIT No- 01 (Sl. No.-2) (Retender of Sl. No-1) /2026-2027, Tender ID- 2026_WRDD_1024042_2. **Last dropping date & time is 10.06.2026 up to 11 A.M.** Intending bidders are requested to visit the website https://etender.wb.nic.in for details.
Sd/-
Executive Engineer (Agri-Mechanical), Kalyani (Agri-Mechanical) Division.
ICA- T9056(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
WBPWD/EE-WKED/NIT-09/2026-27; Tender ID- 2026_WBPWD_5014753_1: Name of Work: Necessary repairing and renovation of 5th floor of HRBC Bhawan, Munshi Premchand Sarani, Kolkata-700021 during the year 2026-27-- Special electrical repairing with new electrical installation work. Bid Submission End Date: 12/06/2026 upto 11-00 a.m. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, P.W.Dte., West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T9089(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION
eNIQ No. 01 of 2026-27 (2nd Call) of Assistant Chief Engineer (Mechanical), R & BRI, P.W. (Roads) Directorate. is being invited by the undersigned for "Calibration of various types of Laboratory Instruments/Equipment/ Apparatus installed at the laboratories of Road & Building Research Institute, P.W. (Roads) Directorate. Tender ID : 2026_WBPWD_5014827_1. Bid submission end date : 12-06-2026 at 14:00 Hrs. Sd/- Assistant Chief Engineer (Mechanical), Road and Building Research Institute, P.W. (Roads) Directorate.
ICA- T9129(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "Supply & Installation of 2 Nos. Cassete Type AC Machine in Security & C Section in the 1st Floor at Intelligence Branch Main Building, 13, Lors Sinha Road." e-Tender No: WBPWD/AE/11/PR/T/KCESD/I of 2026-27 and Tender ID: 2026_PWDE_5014826_1. Documents Submission end date 15.06.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I
ICA- T9127(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIT-02/2026-27, (Tender Id No. 2026_WBPWD_5014124_1) is hereby extended up to 1.00 P.M. on 15.06.2026. Details of NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T9133(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Office of the Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub Division, P W (Roads) Directorate invites quotations for the supply of AC Motor/Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C on hire basis. Ref : NIQ No. 02/2026-2027 & Tender Id: 2026_WBPWD_5014771, Date: 01.06.2026 of AE , Kolkata MSD, PWR. Bid submission start date: 05.06.2026 at 11:00 A.M. Bid submission Last date up to 13.06.2026 at 11:00 A.M. Bid opening date: 15.06.2026 at 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer Kolkata Mechanical Sub Division P.W.(Roads) Directorate.
ICA- T9106(1)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT FOR ELECTRICAL MAINTENANCE WORKS AT EMIPH AND AHPEM OF BKTPS FOR TWO YEARS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5544, Dtd: 01/06/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4258/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies/ Companies in 2-part bid system for the job **"ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT FOR ELECTRICAL MAINTENANCE WORKS AT EMIPH AND AHPEM OF BKTPS FOR TWO YEARS." Tender Document Download Start Date:** 06.06.2026, 10:00 AM., **Bid Submission End Date:** 25.06.2026, 03:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/BkTPS/WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604/8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T9070(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF DIFFERENT TYPES OF STEEL MATERIALS USED FOR U-4 OVERHAULING, SGTPP
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-5559, Dtd: 01/06/26
NIT No: WBPDCL/SGTPP/NIT/E4025/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP/WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 (three) Part bid system for **"PROCUREMENT OF DIFFERENT TYPES OF STEEL MATERIALS USED FOR U-4 OVERHAULING, SGTPP." Tender Document Download Start Date:** 05.06.2026 at 10.00 AM. **Bid Submission End Date:** 26.06.2026 at 03.00 PM. **Contact Person:** Mr. Chandradip Chakraborty [AGM (M&C)]. **Contact No.:** 8336903779. **E-mail:** cchakraborty@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T9081(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
SERVICE CONTRACT FOR OVERHAULING OF MECHANICAL SYSTEM FOR ASH HANDLING PLANT OF UNIT-4 (500 MW) UNDER AHP (MM-II) AT SGTPP, WBPDCL
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-5550, Dtd: 01/06/26
NIT No: WBPDCL/SGTPP/NIT/E4058/26-27/1386983 Dtd.: 19/05/2026
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 Part bid system for the job **"Service contract for Overhauling of Mechanical system for Ash Handling plant of Unit-4 (500 MW) under AHP (MM-II) at SgTPP, WBPDCL". Tender Document Download Start Date:** 08-06-2026 at 10.00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 01-07-2026 at 15.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Jaydeep Kundu [Dy. General Manager (Contracts)]. **Contact No.:** 8336903930. **E-mail:** jkundu@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T9083(2)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ৩ জুন ২০২৬ • পেজ ৮

জেরুজালেমে ওয়েস্টার্ন ওয়াল সংলগ্ন তিন ধর্মের পুণ্যক্ষেত্র

সুদর্শন নন্দী

জেরুজালেম ইসরায়েল এবং প্যালেস্তাইনের অন্যতম প্রাচীন শহর। শহরটি প্রায় ৫,০০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম;এই তিনটি প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্মের কাছেই অত্যন্ত পবিত্র এবং তাৎপর্যপূর্ণ একটি স্থান। হাজার বছর ধরে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ও ধর্মীয় সংঘর্ষের সাক্ষী এই শহরের ইতিহাস মূলত শাসনক্ষমতা বদল এবং আধিপত্যের ইতিহাস।

এই জেরুজালেম শহরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সহস্র বছরেরও প্রাচীন ইতিহাস। জেরুজালেম শহরটি বর্তমানে প্যালেস্তাইনও নিজেদের বলে দাবি করে আসছে। এই শহরকে বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্র স্থানগুলোর একটি বলে গণ্য করা হয়। জেরুজালেমের নাম ইহুদী, ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চলে

নানান কিছু কেন্দ্র করে ভয়াবহ সংঘর্ষ চলে আসছে। বাইবেল অনুসারে, রাজা ডেভিড জেরুজালেম শাসন করেন এবং এটিকে ইজরায়েল রাজ্যের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন ।

৫৮৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয়রা জেরুজালেম অধিকার করে সব মন্দির ধ্বংস করে এবং ইহুদীদের নির্বাসনে পাঠায়। ইহুদীদের সাথে তখন থেকেই তাদের বৈরিতা শুরু হয়। একটু খুলে বলি।

খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ নাগাদ রাজা ডেভিড (দাউদ) জেরুজালেম জয় করে একে তার রাজ্যের রাজধানী করেন। তাঁর পুত্র রাজা সলোমন (সুলাইমান) এখানে প্রথম পবিত্র মন্দির (First Temple) নির্মাণ করেন, যা পরবর্তীতে ব্যাবিলনীয়রা ধ্বংস করে দেয়। অন্যদিকে রোমান সাম্রাজ্যের শাসনাধীন অবস্থায় এই শহরেই যিশু খ্রিস্ট (ঈসা আ.) তাঁর জীবনের শেষ সময় কাটান। ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা শহর ও দ্বিতীয় মন্দিরটি ধ্বংস করে দেয়। মুসলিম শাসনকালে খলিফা উমর (রা.)-এর আমলে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর উমাইয়া খলিফাদের আমলে এখানে আল-আকসা মসজিদ ও ডোম অব দ্য রক নির্মিত হয়। পরে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা ১০৯৯ সালে শহরটি দখল করে বহু মানুষকে হত্যা করে। পরবর্তীতে দৌর্দন্ডপ্রতাপ মুসলিম শাসক সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ১১৮৭ সালে পুনরায় জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন। ১৫১৭ সালে শহরটি অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দীর্ঘ ৪০০ বছর তাদের শাসনে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিন ব্রিটিশদের শাসনে ছিল।

১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের বিভাজন পরিকল্পনার পর ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং জেরুজালেম শহরটি বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর ইসরায়েল পুরো জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এখানকার তিনটি ধর্মের পবিত্র স্থান বা পুন্যস্থানগুলি হল ইহুদি ধর্মের ওয়েস্টার্ন ওয়াল বা 'ওয়েলিং ওয়াল', খ্রিস্টান ধর্মের চার্চ অব দ্য হোলি সেপালচার (Church of the Holy Sepulchre), যেখানে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। আর ইসলাম ধর্মের হারাম আল-শরিফ বা আল-আকসা প্রাঙ্গণ, যা মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। ইহুদিদের ওয়েলিং ওয়ালকে দুঃখ বা হাহাকারের প্রাচীর বলা হয় কারণ প্রাচীনকাল থেকে ইহুদিরা তাদের দুটি ঐতিহাসিক মন্দির ধ্বংসের শোকে বিলাপ করতে এবং প্রার্থনা করতে এই প্রাচীরের কাছে জড়ো হন। ভক্তরা তাদের প্রার্থনার বার্তা লিখে প্রাচীরের পাথরগুলোর ফাটলের মধ্যে গুঁজে রাখেন।

আমরা মিশরের দিক থেকে টাবা বর্ডার পেরিয়ে ইজরায়েলে ঢুকি। তারপর প্রায় তিনশ কিলোমিটার পথ গেছি জেরুজালেম পৌঁছতে। ইসরায়েল আর প্যালেস্তাইনের বিবাদ দীর্ঘদিনের। বিচিত্র সীমানা এই ইজরায়েলের। প্যালেস্তাইনের সাথে গা ঘেসাঘেসি করে এর অবস্থান। আবার উল্টোটাও। প্যালেস্তাইনের অবস্থান ইজরায়েলের গা ঘেঁসে। তিনশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আমরা বিকালে পৌঁছলাম জেরুজালেমের অলিভ পর্বতে। অলিভ গাছের আধিক্য থাকায় পর্বতের

এই জেরুজালেম শহরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সহস্র বছরেরও প্রাচীন ইতিহাস। জেরুজালেম শহরটি বর্তমানে প্যালেস্তাইনও নিজেদের বলে দাবি করে আসছে। এই শহরকে বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্র স্থানগুলোর একটি বলে গণ্য করা হয়। জেরুজালেমের নাম ইহুদী, ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চলে নানান কিছু কেন্দ্র করে ভয়াবহ সংঘর্ষ চলে আসছে। বাইবেল অনুসারে, রাজা ডেভিড জেরুজালেম শাসন করেন এবং এটিকে ইজরায়েল রাজ্যের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ৫৮৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয়রা জেরুজালেম অধিকার করে সব মন্দির ধ্বংস করে এবং ইহুদীদের নির্বাসনে পাঠায়। ইহুদীদের সাথে তখন থেকেই তাদের বৈরিতা শুরু হয়।

নাম অলিভ পাহাড়। পাহাড় থেকে দেখলাম সোনালি রঙের ডোম অফ রক। ৬৯১ সালে তৈরি গম্বুজ আকৃতির এই স্থাপত্যটি। কথিত আছে, এখান থেকে মহম্মদ স্বর্গারোহণ করেন। অত্যন্ত পবিত্র স্থান মুসলিম মানুষদের কাছে। দেখলাম

আল আকসা মসজিদ। পরের দিন সকালেই বের হলাম জেরুজালেমের চার্চ অফ হোলি সেপালকার, ইহুদিদের ওয়েস্টার্ন ওয়াল, (পবিত্র দেওয়াল) বা ওয়েলিং ওয়াল দেখতে।

একাধিক গেট এই ওয়ালের। আমরা সেখানকার বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখলাম। ইহুদী কোয়ার্টারে ইহুদী মানুষজন, খৃষ্টান কোয়ার্টারে খৃষ্টান মানুষজন। মুসলিম কোয়ার্টারে মুসলিম মানুষজন দিব্যি রয়েছেন, ব্যবসা করছেন। এই দেওয়ালটি আসলে চারটি দেওয়ালের অবশিষ্ট অংশ। বাকি তিনটি দেওয়াল বিনষ্ট হয়েছে। রাজা সোলেমান ইহুদীদের যে প্রাচীন মন্দির নির্মাণ করেন মুসলিমরা সেই মন্দিরের তিনটি দিক ভেঙে ফেলে। অবশিষ্ট এই একটি দেওয়ালকে তাঁরা পবিত্র বলে মানেন। দেখলাম ইহুদীরা সেই পবিত্র দেওয়ালে মাথা রাখছেন আর চিরকুটে তাদের মনোবাসনা লিখে দেওয়ালের খাঁজে গুঁজে দিচ্ছেন। মহিলাদের জন্য আলাদা ভাগ রয়েছে।

আমরা এবার ঢুকলাম চতুর্থ শতকে তৈরি হোলি চার্চ অফ সেপুলকারে। সেপুলকার কথাটির অর্থ হল, সমাধি স্থান। এই স্থানে প্রভু যীশুখৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় এবং সমাধি দেওয়া হয়। সুতরাং এটি বিশ্ববাসীর কাছে কতো আকর্ষণীয় তা বলাই বাহুল্য। চতুর্থ শতকে এই গির্জা তৈরি হলেও পার্সিরা ৬১৪ তে আগুন লাগিয়ে দেয়। আবার তা নির্মাণ করলে আবার ধ্বংস হয়। পরে পুনর্নির্মাণ হয়। ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখলাম ক্রুশবিদ্ধ স্থানটি। প্রভুর বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে ক্রুশ বিদ্ধের ছবি দেখে অনেক প্রবীণ মানুষকে দেখলাম চোখ মুছতে । দেওয়াল, উপরের অংশ দেখে নীচে নামলাম। সেখানে কাঁচে ঘেরা একটি পাথরের তক্তার উপর দেখি সবাই প্রার্থনা করছেন, অনেকে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। এই পাথরটির উপর যীশুকে ক্রুশ বিদ্ধের পর রাখা হয়েছিল এবং রক্ত ধুয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে খানিকক্ষণ কাটিয়ে পাশেই দেখলাম তাঁর সমাধি স্থান। অর্থাৎ এই চার্চের মূল তিনটি অংশ হল ক্রুশ বিদ্ধের স্থান, মৃত প্রভুকে শায়িত রাখার স্থান এবং সমাধির স্থান। এখান থেকে বেরিয়ে দেখলাম মুসলিমদের পবিত্রস্থান আল-আকসা মসজিদ ও ডোম অব দ্য রক। ডোম অফ রকটি সোনালি রঙের। ৬৯১ সালে তৈরি গম্বুজ আকৃতির এই স্থাপত্যটি। কথিত আছে, এখান থেকে মহম্মদ স্বর্গারোহণ করেন। অত্যন্ত পবিত্র স্থান মুসলিম মানুষদের কাছে।

সংক্ষেপে, প্রাচীরটি এবং এর আশেপাশের চত্বরটি একইসাথে ইহুদিদের প্রার্থনার কেন্দ্রবিন্দু, মুসলমানদের জন্য পবিত্র আল-আকসা সংলগ্ন এলাকা এবং খ্রিস্টানদের জন্য যিশুর স্মৃতিবিজড়িত একটি পবিত্র অঞ্চলের অংশ।

যাওয়া আসা: কলকাতা থেকে দোহা বা দুবাই হয়ে তেল আভিভ গিয়ে জেরুজালেম যাওয়া যায়। যারা মিশর বেড়াতে যাবেন তারা সড়ক পথে সীমান্ত টাবা গিয়ে ইজরায়েল ঢুকে জেরুজালেম যেতে পারেন।

যাবার সময়: অক্টোবর থেকে জানুয়ারি ভালো সময়।

'দক্ষিণের প্রয়াগ'

গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল হুগলি জেলার ত্রিবেণী

হুগলি জেলার একটি প্রাচীন জনপদ ত্রিবেণী। হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস ত্রিবেণীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তিন নদীর সঙ্গমস্থল বলে নাম হয়েছে ত্রিবেণী। গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতী। একসময় তিনটি নদীরই প্রবাহ ধারা ছিল গতিশীল। এই নদী পথ ধরে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। অনেক কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে এই তিন নদীর সঙ্গে। ৭০০ বছর আগে এই তিন নদীর সঙ্গমস্থলে কুম্ভ মেলায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী ভিড় জমাতেন। হিন্দু ঐতিহ্য মতে তিন নদীর সঙ্গমস্থলকেই পবিত্র

মনে করা হয়। সেই বিশ্বাস অনুযায়ী হুগলির ত্রিবেণী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে খুবই পূণ্যস্থান। যেমন প্রয়াগরাজকে তীর্থক্ষেত্র হিসেবে মানা হয় ঠিক একই রকম ভাবে ত্রিবেণীকেও তীর্থ ক্ষেত্রে হিসাবে মেনে থাকেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। প্রয়াগরাজ তিনটি নদীর মিলন স্থান। গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী। তবে সরস্বতী নদীকে দেখা যায় না, সে অন্তঃসলিলা। আর বাংলার ত্রিবেণীতে তিন নদীরই উপস্থিতি। হুগলির ত্রিবেণীতেও পরস্পরকে ছুঁয়ে রয়েছে তিন নদী; গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী! তাই প্রাচীনকালে হুগলির ত্রিবেণীকে 'দক্ষিণের প্রয়াগ' বলেও অভিহিত করা হতো।

তবে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের সঙ্গে বাংলার ত্রিবেণীর তিন নদীর সংযোগে কিছুটা ফারাক রয়েছে। প্রয়াগে তিন নদী পরস্পরের সঙ্গে মিশে জড়িয়ে গিয়েছে, তাই তিন নদীর ওই সঙ্গমকে বলা 'যুক্তবেণি'। হুগলির ত্রিবেণীতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনে যুক্ত হয়নি, এখানে তিন নদী মুক্ত হয়েছে। হুগলির ত্রিবেণীতে এই তিন নদী পরস্পরকে ছুঁয়ে নিজের মতো মুক্ত হয়ে সাগরের পথে যাত্রা করেছে। যেহেতু এখানে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী মুক্ত হয়ে সাগরের পথে গিয়েছে তাই তিন নদীর সঙ্গমস্থলকে বলা হয় 'মুক্তবেণি'। সরস্বতী নদী ত্রিবেণী থেকে উৎপত্তি হয়ে হাওড়ার সাঁকরাইলে এসে হুগলি নদীর সঙ্গে মিশেছে। একসময় সরস্বতী নদীর গৌরবময় উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকলেও বর্তমানে অস্তিত্ব সংকটে এই নদী। আর যমুনা নদী এখন আর ত্রিবেণীতে দেখা যায় না। তবে কল্যাণী-মদনপুর হয়ে এই নদী মগরা খালের দিকে আজও অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে। এই নদীর তীরেই রয়েছে বিরহীর সুপ্রাচীন মদন গোপাল ও চণ্ডী মন্দির। ত্রিবেণী থেকেই ছিল এর উৎপত্তিস্থল।

পুরাণে উল্লেখ রয়েছে ত্রিবেণীর কথা। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে কুশদ্বীপের রাজা প্রিয়বস্ত'র মোট সাতজন পুত্র ছিলেন, তারা হলেন অগ্নিত্র, মেধাতিথি, বপুস্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিষ্মান, সবন ও ভব্য। কুশদ্বীপের রাজার এই সাত পুত্র ত্রিবেণীধামে দীর্ঘদিন ধরে তপস্যা শুরু করেছিলেন। এই তপস্যা করে তারা সিদ্ধিলাভ করেন। পুরাণ মতে ত্রিবেণীর পার্শ্ববর্তী সাতটি গ্রামে এই সাত পুত্রের তপস্যায় খুশি হয়েছিলেন দেবতারা। ত্রিবেণী সংলগ্ন যে গ্রামগুলিতে সাধনা করে তারা সিদ্ধিলাভ করেন সেই গ্রামগুলি হল বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, নিত্যানন্দপুর, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, শিবপুর ও বলদঘাটি। পরবর্তীতে এই সাত গ্রামেই তারা তাদের আশ্রম তৈরী করেছিলেন। এই সাত গ্রামের নাম অনুসারেই তাই এর নাম হয় সপ্তগ্রাম। পুরাণ সহ বহু প্রাচীন গ্রন্থে ত্রিবেণীর উল্লেখ রয়েছে। কানাডিয়ান লেখক এলান মরিনিসের একটি বই থেকে ত্রিবেণী কুম্ভের কথা জানা যায়।

সেই সময় এই সপ্তগ্রাম ছিল বঙ্গদেশের প্রধান বানিজ্য বন্দর। এখান থেকেই গোটা বিশ্বের বাণিজ্য চলতো। সপ্তগ্রাম বানিজ্য বন্দর থাকাকালীন ত্রিবেণী তখন দেশের অন্যতম বর্ধিষ্ণু এলাকা। বহুবার বিদেশী আক্রমণের মুখে পড়েছে এই ত্রিবেণী। লুঠ হয়েছে এখানকার সম্পদ। বিদেশি শত্রুরা এখান থেকে মূল্যবান সম্পদ নিয়ে চলে গিয়েছে তাদের দেশে।

পবিত্রতায় ত্রিবেণী আজও মানুষের মনে জায়গা করে আছে। তীর্থভূমি পুণ্যভূমি হিসেবে ত্রিবেণীধাম হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে তীর্থস্থান বলা যায়। এখানকার কুম্ভ মেলা প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করার পর পরবর্তীতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার সেই কুম্ভ মেলা নতুন করে শুরু হয়েছে। ত্রিবেণীর সেই প্রাচীন ইতিহাস নতুন করে জাগ্রত হয়েছে বাঙালির সামনে। সেই সঙ্গে সপ্তগ্রামের ইতিহাস। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন বাণিজ্য বন্দরের ইতিহাস।